বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>131 >> 08 Phalgun 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১৩১ >> << ০৮ই, ফাল্গুন ১৪৩০>>

নাভালনির জন্য শোক ও পুতিনের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ

সোফিয়া ঃ ক্রেমলিনের সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুতে শুক্রবার রাশিয়া ছেড়ে আসা শত শত মানুষ ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে সমবেত হয়ে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের অনেকেই বিভিন্ন শহরে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের সামনে জমায়েত হয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচনা করে শ্লোগান দিয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা পুতিনকে ব্যানার উঁচিয়ে খুনি হিসেবে অভিহিত করেন। তারা তাকে এই অধিকারকর্মীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করেন এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জানান। শুক্রবার পুতিনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচিত নাভালনি আর্কটিক পেনাল কলোনিতে হাঁটার পর অজ্ঞান হয়ে যান এবং মৃত্যুবরণ করেন। এই কারাগারে তিনি তিরিশ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। কারাগার কর্তৃপক্ষ এসব তথ্য জানিয়েছে। পুলিশের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, বার্লিনের উনতার দেন লিনদেন বুলেভার্ডে ৫০০-৬০০ মানুষ জমায়েত হয়ে রুশ, জার্মান ও ইংরেজি ভাষার সংমিশ্রণে শ্লোগান দিয়েছেন।

বাজার দর
SENSEX : 73057.40 +349.24
NIFTY : 22196.95 +74.71

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °C	16.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .47 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .17 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
62,370 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 77,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইলের জমি দখলের বিষয়ে শুনানি শুরু করেছে জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত

হেগ ঃ সোমবার ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বর্ণবাদের অভিযোগ করেছেন। তিনি জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালতকে অনুরোধ করেছেন, যাতে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের দাবিকৃত জমিতে ইসরাইলের দখল অবৈধ ঘোষণা এবং এটি অবিলম্বে ও নিঃশর্তভাবে সমাপ্ত করতে হবে। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য ইসরাইলের ৫৭ বছরের জমি দখলের বৈধতা নিয়ে ঐতিহাসিক শুনানির শুরুতে এই অভিযোগ আসে। মামলাটি ইসরাইল-হামাস যুদ্ধের পটভূমিতে করা হয়েছে। অবিলম্বে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ এটির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তবে শুনানির উদ্দেশ্য ছিল অধিকৃত পশ্চিম তীর, গাজা ভূখণ্ড এবং জেরুজালেমের পূর্বাঞ্চলের ওপর ইসরাইলের উন্মুক্ত নিয়ন্ত্রণ। ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী রিয়াদ আল-মালিকি আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের সামনে বলেছেন, গাজায় ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি যার অর্ধেক শিশু, তারা অবরুদ্ধ এবং বোমা হামলায় নিহত ও পঙ্গু, ক্ষুধার্ত ও বাস্তুচ্যুত। অধিবেশন ছয় দিন স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অধিকৃত অঞ্চলে ইসরাইলের নীতির বিষয়ে বাধ্যতামূলক নয় এমন একটি পরামর্শমূলক মতামতের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি অনুরোধের পর এই অধিবেশন ডাকা হয়। বিচারকদের মতামত জারি করতে কয়েক মাস সময় লাগবে। ফিলিস্তিনিদের যুক্তি, ইসরাইল অধিকৃত ভূমির বিশাল অংশ অধিগ্রহণ করে আঞ্চলিক আগ্রাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লঙ্ঘন করেছে এবং জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্যের ব্যবস্থা আরোপ করেছে। ফিলিস্তিনিদের ভাষণের পর নজিরবিহীনভাবে ৫১টি দেশ এবং তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বক্তব্য রাখবে। শুনানির সময় ইসরাইলের কথা বলার সময় নির্ধারিত নেই, তবে তারা একটি লিখিত বিবৃতি জমা দিতে পারে। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক এবং ইসরাইল ডেমোক্রেসি ইন্সটিটিউটের সিনিয়র ফেলো ইউভাল শ্যানি বলেছেন, ইসরাইল সম্ভবত নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে বিশেষ করে শান্তি চুক্তির অনুপস্থিতিতে চলমান দখলদারিত্বকে ন্যায্যতা দেবে। এটি সম্ভবত ৭ অক্টোবরের হামলার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। ৭ অক্টোবর গাজা থেকে হামাসের নেতৃত্বাধীন জঙ্গিরা ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ১২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং ২৫০ জন জিম্মিকে অপহরণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। ফিলিস্তিনিরা এবং নেতৃস্থানীয় অধিকার গোষ্ঠীর যুক্তি, ইসরাইলের দখল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থার বাইরে চলে গেছে। তারা বলে, এটি বর্ণবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে, যা দখলকৃত জমিতে বসতি স্থাপনের দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে, যা ফিলিস্তিনিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেয় এবং জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ইহুদি আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ইসরাইল বর্ণবাদের যে কোনো অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে।

হেলিকপ্টার নিয়ে ইউক্রেনে চলে যাওয়া সেই রুশ পাইলটের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ হেলিকপ্টার নিয়ে সোজা ইউক্রেনে চলে গিয়েছিলেন রাশিয়ার এক পাইলট। গত বছরের ঘটনা সেটি। গত সপ্তাহে স্পেনের ভূগর্ভস্থ একটি গ্যারেজে তাঁর মরদেহ পাওয়া গেছে। ইউক্রেন ও স্পেনের গণমাধ্যমের খবরে গতকাল সোমবার জানানো হয়েছে, তাঁর মরদেহ অসংখ্য গুলিতে বিদ্ধ ছিল।

স্পেনের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইএফই এর খবর বলছে, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে আলিসান্তের ভিলাজোইয়োসা শহরে ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই পাইলটের মরদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর নাম ম্যাক্সিম কুজমিনভ। এমআই৮ হেলিকপ্টারে তিনি গত বছরের আগস্টে ইউক্রেনে নামেন। তিনি আলাদা নাম নিয়ে ইউক্রেনের পাসপোর্টে স্পেনে বসবাস করছিলেন।

ইউক্রেনের সেনা গোয়েন্দা সংস্থা জিইউআর-এর মুখপাত্র রয়টার্সকে কুজমিনভের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি স্পেনে মারা গেছেন বলে জানানো হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানানো হয়নি।

স্পেনের পুলিশ বলেছে, গুলিবিদ্ধ একজনের মরদেহ তারা খুঁজে পেয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় জানায়নি স্পেনের পুলিশ। স্পেনের গুয়ারদিয়া সিভিল পুলিশ বাহিনীর একটি সূত্র রয়টার্সকে বলেছে, নিহত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয়ের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

স্পেনের লা ইনফরমেসিয়ন সংবাদপত্র বলেছে, গুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজনকে খুঁজছে পুলিশ। তাঁরা একটি গাড়িতে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে নিকটবর্তী একটি শহরে গাড়িটি পুড়িয়ে ফেলা হয়।

গত বছর কুজমিনকভের রাশিয়া ছেড়ে ইউক্রেনযাত্রাকে কিয়েভের বড় অভ্যুত্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জিইউআর সে সময় বলেছে, এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল।

গাজায় 'সাময়িক যুদ্ধবিরতি' চেয়ে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন খসড়া প্রস্তাব

নিউ ইয়র্ক ঃ গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি দাবী করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলে আলজেরিয়া যে প্রস্তাব দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তার বিপরীতে একটি প্রস্তাব করেছে, যাতে 'যত শীঘ্র সম্ভব একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতির' প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।

সোমবার রয়টার্সএর দেখা নথি অনুযায়ী, খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, রাফাহয় কোন বড় অভিযান বেসামরিক মানুষের আরও ক্ষতি করবে, এবং তাদের পুনরায় বাস্তুচ্যুত করতে পারে, এমনকি প্রতিবেশী দেশে ঢুকিয়ে দিতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এ'ধরনের অভিযান 'আঞ্চলিক শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য গুরুতর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, এবং কাজেই, বড় কোন স্থল অভিযান বর্তমান প্রেক্ষিতে পরিচালনা করা উচিত হবে না।'

এই খসড়া প্রস্তাব কখন ভোটের জন্য কাউন্সিলে পেশ করা হবে, তা তাৎক্ষনিক পরিস্কার ছিল না। আলজেরিয়া অনুরোধ করেছে নিরাপত্তা কাউন্সিল যেন মঙ্গলবার তাদের খসড়া প্রস্তাবের উপর ভোট দেয়, যেখানে অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি দাবী করা হয়েছে। আলজেরিয়ার প্রস্তাবের পর যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব দিল।

গত বছর ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস দক্ষিণ ইসরাইলে হামলা চালিয়ে, ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের হিসেব অনুযায়ী, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং ২৪০জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায়। হামাসের হামলার পর থেকে ইসরাইলের পালটা হামলায় ২৮ হাজার ৯৮৫ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৬৮ হাজার ৮৮৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

পবিত্র রমজানে আল-আকসায় প্রবেশে বিধিনিষেধ দেবে ইসরায়েল

আল-আকসাঃ আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করবে ইসরায়েল। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় গতকাল সোমবার এ ঘোষণা দিয়েছে। ইসরায়েলের জবরদখল করা পূর্ব জেরুজালেমের ওল্ড সিটিতে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ অবস্থিত। পবিত্র আল-আকসা মসজিদ সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হিসেবে বিবেচিত। আল-আকসা এলাকাকে 'টেম্পল মাউন্ট' বলে মনে করেন ইহুদিরা। এলাকাটি ইহুদিদের কাছেও পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে রমজানে পবিত্র স্থানটিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসরায়েলের বিধিনিষেধ দীর্ঘদিন ধরে সংঘাতের বড় কারণ হয়ে উঠেছে। আগামী ১০ মার্চ পবিত্র রমজান শুরু হতে পারে।

আসন্ন রমজানে পবিত্র স্থানটিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিধিনিষেধের বিষয়ে জানতে চাইলে নেতানিয়াহুর কার্যালয় গতকাল বলেছে, পেশাদার ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্ধারিত নিরাপত্তার খাতিরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী।

এ বিষয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিস্তারিত কিছু জানায়নি। ইসরায়েল-পরিকল্পিত এই বিধিনিষেধের নিন্দা জানিয়েছে গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

সংঘাত

হিজবুল্লাহ বুধবারের হামলার দায় স্বীকার করেনি

ইসরাইল-হিজবুল্লাহর হামলা বৃদ্ধি দুই পক্ষের অস্ত্র সম্ভারের তুলনা

লেবাননঃ লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরাইলি বাহিনীর মধ্যে চলতি সপ্তাহে আন্তঃসীমান্ত সংঘাত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা ক্রমশ পুরোদমে যুদ্ধে রূপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার লেবানন থেকে নিক্ষিপ্ত একটি রকেট ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলীয় শহর সাফেদে আঘাত হানলে ২০ বছর বয়সী এক নারী সৈন্য নিহত ও অন্তত পক্ষে ৮ জন আহত হয়। জবাবে, ইসরাইল বিমান হামলা চালিয়ে দক্ষিণ লেবাননে কমপক্ষে ১০ জনকে হত্যা করে। এদের মধ্যে একজন সিরীয় নারী ও তার দুই সন্তান সহ অন্য একটি পরিবারের ৪ জন সদস্য ছিল। বাকি তিন জন ছিল হিজবুল্লাহ যোদ্ধা। আহত হয়েছে আরও অন্তত ৯ জন। ৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার পর গাজায় যুদ্ধ এবং এই আন্তঃসীমান্ত সহিংসতার সুত্রপাত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে ।ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হিজবুল্লাহ বুধবারের হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে গাজায় যুদ্ধবিরতি না হওয়া পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আরও উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে দু'পক্ষের অস্ত্রাগারের তুলনামূলক পর্যালোচনা নিচে দেয়া হলো

হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতা

আরব বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধাসামরিক বাহিনীগুলোর একটি হিজবুল্লাহ। একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ কাঠামোর পাশাপাশি একটি বিশাল অস্ত্রাগারও রয়েছে বাহিনীটির। ইরানের সমর্থন রয়েছে বাহিনীটির প্রতি। সিরিয়ার ১৩ বছরের সংঘাত থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তাদের যোদ্ধাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

হিজবুল্লাহর নেতা হাসান নাসরুল্লাহর মতে, দলটির যোদ্ধার সংখ্যা এক লাখ বলা হলেও অন্যান্য সদস্যদের মতে তা অর্ধেকেরও কম। ইসরাইল চায় সীমান্ত এলাকা থেকে হিজবুল্লাহ তার বিশেষ রাদওয়ান বাহিনী প্রত্যাহার করে নিক যাতে করে উত্তরাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলি থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার ইসরাইলি নিজেদের বাস্থানে ফিরে যেতে পারে।

ওয়াশিংটনের চিন্তক গোষ্ঠী সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের মতে, হিজবুল্লাহর কাছে বেশিরভাগ ছোট, বহনযোগ্য এবং ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য আর্টিলারি রকেটের বিশাল অস্ত্রাগার রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ধারণা, লেবাননে হিজবুল্লাহ ও অন্যান্য জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে দেড় লাখ ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট রয়েছে। হিজবুল্লাহ নির্ভুলভাবে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়েও কাজ করছে।

হিজবুল্লাহ এর আগেও ইসরাইলে ড্রোন নিক্ষেপ করেছে এবং ২০০৬ সালে ভূমি থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরাইলের একটি যুদ্ধ জাহাজে আঘাত হানে। হিজবুল্লাহ বাহিনীর কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল, ভারি মেশিনগান, রকেট পরিচালিত গ্রেনেড, রাস্তায় পাতার জন্য বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র রয়েছে।

ইসরায়েলের সামরিক সক্ষমতা

দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বার্ষিক তিন শ' তিরিশ কোটি ডলার সহায়তা পেয়ে আসছে। তাছাড়াও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির জন্য ৫০ কোটি ডলার সহায়তাও করছে পায় তারা।

বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্রের দিক দিয়ে অন্যতম সুসজ্জিত দেশ ইসরাইল। এর বিমান বাহিনীতে রয়েছে অত্যাধুনিক আমেরিকান এফ৩৫ যুদ্ধবিমান আমেরিকান তৈরি প্যাট্রিয়টসহ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যাটারি আয়রন ডোম রকেটপ্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

ইসরাইলের সাঁজোয়া কর্মী বহনের যান, ট্যাঙ্ক এবং রাস্তায় যে কোনও লড়াইয়ের উপযোগী ড্রোন এবং অন্যান্য প্রযুক্তির একটি বহর্ রয়েছে।

ব্রিটিশ চিন্তক গোষ্ঠী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মতে, ইসরাইলের ১ লাখ ৭০ হাজার সেনা সক্রিয় দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া, যুদ্ধের জন্য তাদের আনুমানিক সক্ষমতার তিন-চতুর্থাংশ, প্রায় ৩ লাখ ৬০ হাজার রিজার্ভ সৈন্য মোতায়েন করা আছে। যুদ্ধের এই পঞ্চম মাসে রিজার্ভ এই সৈন্যদের অধিকাংশই দেশে ফিরে গেছে।

ইসরাইলের হাতে দীর্ঘদিন ধরে অঘোষিত পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচিও বজায় রয়েছে।

অধিকাংশ বিশ্লেষকই মনে করেন যে হিজবুল্লাহ কিংবা ইসরাইল কারও কোন পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা নেই তবুও এ রকম আশংকা রয়েছে যে হিসেবে ভুল হলে সংঘাত বৃদ্ধি পেতে পারে।

সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টায় সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ তাদের কূটনীতিকদের পাঠিয়েছে।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

ভারত সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কৃষকেরা, বুধবার আবার ‘দিল্লি চলো’

নয়াদিল্লি ঃ ডাল, তুলা বা ভুট্টা চাষের সরকারি প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন আন্দোলনকারী কৃষকনেতারা। তাঁরা মনে করছেন, কৃষকদের মূল দাবি থেকে নজর ঘোরানোর জন্য ওই প্রস্তাব কেন্দ্রের ছক। প্রস্তাব খারিজের পাশাপাশি কৃষকনেতারা জানিয়ে দিয়েছেন, এত দিন বন্ধ থাকা ‘দিল্লি চলো’ অভিযান কাল বুধবার থেকে আবার শুরু হবে।

গত রোববার রাতে চণ্ডীগড়ে তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, পীযূষ গয়াল ও নিত্যানন্দ রাই কৃষকনেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ধান ও গম চাষের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ডাল, ভুট্টা ও তুলা চাষ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জমির উর্বরতা রক্ষার স্বার্থে এ ধরনের বিকল্প চাষের দিকে কৃষকদের ঝোঁকা দরকার। এতে জমির জলস্তর ঠিক থাকবে। ডালের আমদানি খরচও কমবে। পাশাপাশি মন্ত্রীরা বলেছিলেন, কৃষকেরা রাজি হলে নাফেড বা এনসিসিএফের মতো কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থাগুলো তাঁদের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করবে। তুলার জন্য চুক্তি করবে কটন করপোরেশন অব ইন্ডিয়া। চুক্তি অনুযায়ী কৃষকদের উৎপাদিত সব ফসল ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ওই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো কিনে নেবে। তাতে কৃষকদের দুশ্চিন্তা থাকবে না। তাঁরা লাভবান হবেন। জমির উর্বরতা ঠিক থাকবে। জলস্তরও আর কমবে না।

গভীর রাতে শেষ হওয়া সেই বৈঠকের পর কৃষকনেতারা জানিয়েছিলেন, আজ মঙ্গলবারের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের মতামত সরকারকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু সোমবার রাতেই কৃষকসংগঠনগুলোর যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত কিষান মোর্চার বৈঠকে সরকারি প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়। বলা হয়, সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকারকে এমএসপি দিতে হবে মোট ২৩টি ফসলের জন্যই। সে জন্য আইন করতে হবে। আপাতত অরডিন্যান্স করা যেতে পারে। সরকারকে তাঁরা মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিজেপির ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একই কথা বলেছেন আন্দোলনকারী কৃষকসংগঠনগুলোও।

পাঞ্জাব হরিয়ানার শম্ভু সীমান্তে কৃষকনেতা সারওয়ান সিং পান্ধের সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়ে দেন, কোনো সংগঠনই সরকারের প্রস্তাব গ্রাহ্য করছে না। প্রত্যেকেই খারিজ করেছে। তিনি জানান, এ মুহূর্তে সরকারের সঙ্গে আর আলোচনার অবকাশ ও প্রস্তাব কোনোটাই নেই। আলোচনার জন্যই ‘দিল্লি চলো’ অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছিল। বুধবার থেকে সেই অভিযান নতুন করে শুরু হবে। আরেক শীর্ষ কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেন, সরকার পাঁচ বছরের জন্য মাত্র দু তিনটি ফসলের এমএসপি দিতে চাইছে। অথচ আমাদের দাবি ২৩টি ফসলের এমএসপির আইনি বৈধতা। এর অর্থ পরিষ্কার। সরকার চায় ডাল, ভুট্টা ও তুলার জন্য এমএসপি দিয়ে বাকি কৃষকদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে। দাল্লেওয়াল বলেন, সরকার বছরে বিদেশ থেকে ১ লাখ ৭৫ হাজার কোটি রুপির পাম তেল আমদানি করে। ওই তেল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কৃষকদের ওই টাকা দিলে দেশেই তাঁরা স্বাস্থ্যকর তৈলবীজ উৎপাদন করতে পারেন। সে জন্য প্রয়োজন তৈলবীজের এমএসপি। তিনি বলেন, অ্যাগ্রিকালচারাল প্রাইজ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকাশ কামারডি জানিয়েছেন, সব ফসলের জন্য এমএসপি ধার্য হলে সরকারকে বছরে মাত্র

১ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। সরকারের প্রস্তাব খারিজ করে অভিযান শুরুর ঘোষণা হরিয়ানা ও দিল্লিকে নতুন করে তটস্থ করেছে। কৃষকদের রুখতে প্রস্তুতি আগেই নেওয়া হয়েছে। নতুন করে অশান্তির শঙ্কা গেড়ে বসছে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন ধরতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে মৃত্যু হল এক যাত্রীর

শিলিগুড়ি ঃ বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে কলকাতা যাওয়ায় পথে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ট্রেন ধরতে গিয়ে মৃত্যু হল এক রেল যাত্রীর। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টা নাগাদ এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে ।মৃত ওই রেল যাত্রীর নাম উজ্জ্বল ভৌমিক। তিনি বাগডোগরা এলাকার ক্ষুদিরাম পল্লীর বাসিন্দা। জানা গিয়েছে এদিন তিনি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে কলকাতায় তার যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই ট্রেন যাত্রা শুরু করে দেওয়ায় ট্রেন ধরতে ট্রেনের পেছনে দৌড়ায় বলে জানা যায়। সেই সময় ট্রেনে উঠতে গিয়েই তিনি পড়ে যায় বলে জানা যায় এতেই ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি রেল পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে তৃনমূলের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতি ও স্বজনপোষনের অভিযোগ উঠলো জলপাইগুড়ি জেলায়

জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক পদে ৯৫৩৩ জনকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করলো রাজ্য সরকার। এরমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় ১৩৯ জন রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা থেকে জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ভবনে মেধাতালিকায় থাকাদের কাউন্সিলিং শুরু হয়েছে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নিয়োগপত্র পেয়ে খুশি চাকরি প্রার্থীরা। আজ অনেকেই তাঁদের কোলে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে নিয়োগপত্র হাতে নিতে এসেছেন। শম্ভু রায় নামে নবনিযুক্ত এক শিক্ষক জানালেন তিনি তিন বার টেট পরীক্ষা পাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি একটি স্কুলে প্যারা টিচার হিসেবে শিক্ষকতা করছিলেন। অভিশপ্ত জীবন ছিলো তার। অবশেষে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশে আজ তিনি তার অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু এই নিয়োগকে ঘিরে আবার নতুন করে বিতর্ক ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। জেলার বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন বক্ষ্ণগুঙ্খক জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ অভিযোগ করে বলেন এই নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইনকে (R T ACT) বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে।তৃনমূল নেতারা ফের স্বজন পোষণ করেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগ করেছেন তারা।বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যে ইমেইল মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানকে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ নিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন তৃনমূল প্রভাবিত প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বপন বসাক। তার বক্তব্য এই বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান লৈক্ষ্য মোহন রায় এর সাথে। তিনি অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবী করেছেন। পাশাপাশি তার বক্তব্য ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (গুঙ্খঙ) মেনেই আজকের নিয়োগ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।

দীর্ঘদিন রেলের জমিতে বসবাস কারি বাসিন্দাদের জমির মালিকানা দেবার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রের দারস্থ হতে চলেছে, বলে জানান মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়িঃ শিলিগুড়ি পুরনিগরের অধিন জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার জেলা শাসক ও ভূমি রাজ্যস্ব দপ্তরে প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সভাকক্ষে এক আলোচনায় মিলিত হন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র।আলোচনার বিষয় বস্তু হোল নদীর পারের ও রেলের জমির ওপর দীর্ঘদিন বসবাসকারী বাসিন্দাদের জমির মালিকানা প্রদান।আলোচনায় দুই জেলার জেলাশাসকের প্রতিনিধি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।আলোচনা শেষে গৌতম দেব সাংবাদিকদের জানান, রেলের জমির জমিতে বাস করা বাসিন্দাদের স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য মালিকানা প্রয়োজন।সেই জন্য রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রের দারস্থ হতে চলেছেন।তিনি এও জানান রেলের জমির ওপর বসবাসকারী বাসিন্দাদের সংখ্যাটি শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে বেশি।

স্টপেজের দাবীতে রেল অবরোধ

জলপাইগুড়ি ঃ স্টপেজের দাবীতে রেল অবরোধ। শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় জলপাইগুড়ি বোয়ালমারী নন্দনপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী স্থানীয় কেরার পাড়া হল্ট সেশনে হলদিবাড়ি থেকে শিলিগুড়ি গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেন করোনার আগ পর্যন্ত দাঁড়াতো। কিন্তু করোনার পরিস্থিতি পার হয়ে যাওয়ার পর আজও তা নতুন করে চালু হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা এখান থেকে সবজি নিয়ে জলপাইগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ি যায়। ট্রেন বন্দ থাকায় তাদের গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া নিত্যযাত্রীরাও ভোগান্তির শিকার। তাই এই সমস্যা সমাধানে তারা বহু আবেদন নিবেদন করেছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আজ প্যাসেঞ্জার ট্রেন অবরোধ করে

একটি বাইক সজোরে ওই টোটোকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় তিনজন

ইসলামপুর ঃ বাইক ও টোটো সংঘর্ষে গুরুতর জখম তিন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার পালপাড়া মোর এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর। স্হানীয় সূত্রে জানা জখমদের মধ্যে দুই জনের বাড়ি চোপড়া থানার গেন্দাবাড়ি এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ইসলামপুর থানার পালপাড়া মোর এলাকায় একটি টোটো রাজ্য সড়ক পারাপারের সময় ইসলামপুরের দিকে থেকে চোপড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়া একটি বাইক সজোরে ওই টোটোকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় তিনজন। স্হানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। জখমদের মধ্যে একজনের অবস্থায় আশঙ্কা জনক থাকায় শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে রেফার করেছে কর্তব্যরত চিকিৎসক। বাকিরা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যার রাজনৈতিক শক্তি বেশি থাকে সে অন্যকে দাবায় পুলিশ দিয়ে

কলকাতা ঃ শুক্রবার সকালের বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌছালেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আরাবুল ইসলামের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বলেন, এদের ঝগড়া নতুন নয়, অনেক উপর স্তরে গেছে। যার রাজনৈতিক শক্তি বেশি থাকে সে অন্যকে দাবায় পুলিশ দিয়ে। এদের এই অত্যাচার লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। এর কোন সমাধানও নেই কেননা বড় নেতাদের হাত রয়েছে, আমার যেটা মনে হয়েছে শাহজাহান শেখের যে কেস তার থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে ওটাকে হালকা করার জন্য এটা করা হয়েছে। কেননা ওখানে সরকারি তাকে প্রটেকশন দিচ্ছে পুলিশই তাকে প্রটেকশন দিচ্ছে দুনিয়ার লোক দেখতে পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কোথায় আছে কিন্তু পুলিশ জানতে পারছে না কেননা তারা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সেজন্য আপনাদের দৃষ্টিটা অন্য জায়গায় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের কার্যকলাপ হচ্ছে।

আরাবুলের গ্রেফতারি পর পোস্ট পোল ভায়োলেন্স নিয়ে কি বিজেপি আশাবাদী হচ্ছে সে প্রসঙ্গে বলেন, না, যদি পোস্ট পোল ভায়োলেন্স এর ওপর রাজ্য সরকার যদি স্টেপ নিতো তাহলে এই নেতারা কেউ বাইরে থাকত না। এরকম বহু মামলা হয়েছে আমরা কেস করতে পারিনি বলে কেস নাইনি বলে সিবিআই কেস করেছে কিন্তু কারো গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। এর উপর কোন ক্রিয়া কলাপ হয়নি। এসবই টিএমসি নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে এ ধরনের কাজ তাকে হয়ত একটু করকে দেওয়ার চেষ্টা। আর সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা। দেবের মন্তব্য নিয়ে বলেন, এটা দেবের ব্যক্তিগত বিষয় আর তৃণমূলের আমাদের কিছু বলার নেই।

অভিষেকের দেবকে ডাকা প্রসঙ্গে বলেন, গতবারও ভোটের আগে উনি মোটামুটি জানিয়ে দিয়েছিলেন আর ভোট লড়বেন না কিন্তু তাকে জোর করে লড়ানো হয়েছিল কেননা দেবার দেবী ছাড়া তৃণমূল জিততে পারবেনা।

দেবের ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, সেটা ওনাদের ব্যক্তিগত বিষয় ওনাদের প্যার্টির বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই

আলিপুরদুয়ারঃ ছাগলের টোপে খাঁচা বন্দি লেপার্ড।কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগানের ঘটনা। শুক্রবার বাগানের ছয় নম্বর সেকশনে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দি হয় একটি পূর্ণবয়স্ক লেপার্ড। এরপর সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় জলদাপাড়া বনবিভাগের নিলপাড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। এদিন ছাগলের টোপ ফেলে লেপার্ডটিকে আটক করে বনদফতর। এ বিষয়ে উল্লেখ্য বেশ কিছু দিন ধরেই চা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল লেপার্ড। হামলা চালাচ্ছিল বাসিন্দাদের গবাদি পশুর ওপরও। এরপর এদিন লেপার্ড খাঁচা বন্দি হলেও এখনও আতংক দূর হয়নি শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দাদের। তাদের দাবি, বাগানে আরও দু থেকে তিনটি লেপার্ড রয়েছে, তাদেরও শীঘ্র খাঁচাবন্দি করা হোক।’

রূপনারায়ণ নদে নৌকাডুবি হয়ে নিখোঁজ কমপক্ষে ৫

উলুবেড়িয়া ‒ রূপনারায়ণ নদে নৌকাডুবি হয়ে নিখোঁজ কমপক্ষে ৫। এর মধ্যে রয়েছে এক শিশুও, এক কিশোর ও দুই বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা। চারজনের বাড়ি হাওড়া এবং একজনের বাড়ি বাগনানের মানকুর। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে দাসপুর থানার দুধকোমরা এবং হাওড়ার বাগনান থানার চিতনান এলাকার মাঝে রূপনারায়ণ নদে। পুলিশ জানিয়েছে নিখোঁজরা হলেন ঋষভ পাল (৭), প্রীতম মান্না (১৭), অচ্যুৎ সাহা, অমর ঘোষ ও তার স্ত্রী সঙ্গীতা ঘোষ। প্রিতমের বাড়ি মানকুরে। বাকি চারজনের বাড়ি হাওড়ার বেলগাছিয়ার লিচু বাগান এলাকায়। নিখোঁজদের সন্ধানে এলাকার মাঝিদের নিয়ে পুলিশ রূপনারায়ণ নদের মানকুর বাক্সি সহ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে। আসছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের টিমও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থালে আসেন হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশের সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, ছিলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল , বাগনান এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুপ্রিয় সিংহ প্রমূখ।জানা গিয়েছে মোট ১৮ জনের একটি দল মানকুর থেকে নৌকায় চেপে পশ্চিম মেদিনীপুরের দুধকুমরার ত্রিবেনী পার্কে চড়ুইভাতি করতে আসে। চুড়িভাতি শেষে তারা ফের নৌকায় চেপেই মানকুরের দিকে ফিরছিলেন। সেই সময়ই কোন কারণে নৌকা কাত হয়ে যায় এবং তারপরে ডুবে যায়। সকলেই নদীতে পড়ে যান। নৌকা ডুবতে দেখে নদীতে থাকা ও পাড়ে থাকা অন্যান্য নৌকার মাঝিরা নৌকা নিয়ে নদীতে চলে যায়। উদ্ধার কাজ করেন। তারা ১৩ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। বাকিরা এখনো নিখোঁজ। জানা গিয়েছে, হাওড়ার বেলগাছিয়ার লিচুবাগান থেকে ১৩ জন এসেছিলেন। আর মানকুরের পাঁচজন ছিলেন। মহাদেব কর্মকার ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। তিনি তার পরিচিত গণেশ মান্নার বাড়িতে মানকুরে এসেছিলেন। সেখান থেকেই তারা চড়ুইভাতি করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। গণেশ মান্না নিজেও এদিন পিকনিকে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন যাওয়ার সময় নৌকা দুটি খেপে ১৮ জনকে ভাগ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর ফেরার সময় একটি ক্ষেপেই সকলকে নিয়ে ফিরছিলেন আর এতেই সমস্যা হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে বলেছেন নৌকায় জল ছিল। তারা নৌকার মাঝিকে জল বের করে নৌকা ছাড়ার কথা বললেও তিনি তা শোনেননি। এদিকে এই খবর পেয়ে বেলগাছিয়ার লিচু বাগানে নেমে এসেছে উৎকণ্ঠা। জানা গিয়েছে এদিন আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ লোকেরা যে যার নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়ি করে মানকুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। এখানে দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ পৌঁছান এবং তারপরেই নৌকায় করে দুধকোমরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুধকোমরায় তারা পৌঁছেছিলেন সাড়ে বারোটা নাগাদ। বেলগাছিয়ার বাসিন্দারা জানিয়েছেন বিকেল চারটে সাড়ে চারটের পর থেকে তারা আর কোন কারো ফোনে পাননি। সন্ধ্যার পর মান করে লোককেই তারা ফোন করে জানতে পারে নৌকাডুবি হয়েছে। এখন তাদের একটাই প্রার্থনা সকলে যেন জীবিত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসেন।

যৌন হেনস্থার ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক

শিলিগুড়ি ঃ স্কুলছাত্রীকে যৌন হেনস্থার ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক। শুক্রবার ওই স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মহিলা থানার পুলিশ। সেবক রোডের নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পেতেই তাকে প্রথমে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং তারপর তার শারীরিক পরীক্ষা করে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের তোলা হয়। যদিও ওই ঘটনায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছে স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ আলম। প্রসঙ্গত, পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ জানুয়ারি বাড়িতে টিউশন পড়ানোর নামে ডেকে ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শক্তিগড় এলাকার একটি হাইস্কুলের শিক্ষক অভিযুক্ত। সোমবার রাতেই ওই ঘটনায় পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে শিক্ষক সেবক রোডে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। রবিবার ছাত্রীর পরিবার ও প্রতিবেশী কয়েকজন শিক্ষকের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেসময় হাতাহাতিতে শিক্ষক নাকে চোট পায় বলে জানা গিয়েছে। এরপর থেকেই তিনি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। পাশাপাশি ওই নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

বিমানবন্দরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক, এক বিদেশীতে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

শিলিগুড়ি ঃ ৫ রাউন্ড গুলি সহ শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে গ্রেফতার এক ভুটানের নাগরিক। ধৃতের নাম তাসি শেরিং। গতকাল সন্ধ্যায় বাগডোগরা থেকে চেন্নাই যাওয়ার সময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে ধৃতের ব্যাগ থেকে ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। বিমানবন্দরের স্ক্যানারে ধরা পড়ে যায় ওই ব্যক্তির কাছে রয়েছে কার্তুজ। এই ঘটনায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে চাঞ্চল্য চড়িয়ে পারে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় থাকা সিআইএসএফ জওয়ানেরা খবর দেয় পুলিশকে। ছুটে আসে বাগডোগরা বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা।এর পরে বাগডোগরা থানার পুলিশ বিমানবন্দরে পৌঁছায় এবং ওই আটক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে ধৃত কুয়েত বিমানবন্দরে নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে কাজ করতেন এবং ধৃত ভুটানের প্রাক্তন সেনাকর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনি কেন তার লাগেজে ওই কার্তুজ নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে।

গর্ভবতী প্রেমিকাকে মারধর করার অভিযোগে প্রেমিককে গ্রেফতার করলো পুলিশ

মালদা ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং পরে গর্ভবতী প্রেমিকাকে মারধর করার অভিযোগে প্রেমিককে গ্রেফতার করলো পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার পোপরা এলাকায়। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকেই অভিযুক্ত শ্রীজল হেমব্রমকে গ্রেফতার করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

পুলিশকে অভিযোগে অন্তঃসত্ত্বা ওই মহিলা নিবেদিতা মুর্মু (২৪) জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই একই গ্রামের বাসিন্দা শ্রীজল হেমব্রমের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তার সঙ্গে ওই যুবক একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করে । এরফলে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গত ৫ জনুয়ারি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ী এলাকায় ওই যুবকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বিয়ের জন্য চাপ দেয় ওই মহিলা। এরপরই প্রকাশ্য রাস্তায় প্রেমিকাকে মারধরের অভিযোগ উঠে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এবিষয়ে দুই মাসের অন্তঃসত্তা ওই মহিলা নিবেদিতা মুর্মু পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশে এদিন অভিযুক্ত প্রেমিক গ্রেফতার করেছে।

কিশোরীকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে বললেন বিচারক

ঢাকা ঃ ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ৭। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকেই আদালতের সামনের বারান্দায় দেখা যায় লোকজনের ভিড়। ৩০ মিনিটের মধ্যে আদালতের ভেতরের সব বেঞ্চ আইনজীবী, বাদী আর স্বজনদের দখলে চলে যায়। কারাগারে থাকা আসামিদের আনা শুরু হতে থাকে। এক পাশে লোহার খাঁচার ঘরে আসামিদের একে একে প্রবেশ করানো হচ্ছিল। বেলা পৌনে ১১টায় বিচারক আসন নেওয়ার পর বিচারকাজ শুরু হয়। সকালে আদালত কক্ষে প্রবেশের সময় সামনের বারান্দায় বেঞ্চে এক কিশোরীকে এক নারীর সঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায়। বেলা সোয়া ১১টার দিকে মামলার ক্রম অনুসারে ডাক আসার পর দেখা যায়, ওই কিশোরী দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে বিচারক সাবেরা সুলতানা খানমের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে ওই নারী (বড় বোন)। পরে মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, ওই কিশোরী দুই বছর আগে ১২ বছর বয়সে ধর্ষণের শিকার হয়। তাকে ধর্ষণ করেছিলেন পাড়ার বয়স্ক এক দোকানদার। গত বছর একটি মেয়েসন্তান প্রসব করেছে ওই কিশোরী। দুই বছর ধরে আসামি কারাগারে। এ অবস্থায় দুই পক্ষই একটি আপসরফায় আসতে চাইছে। শুনানিতে আসামিপক্ষের আইনজীবী শিশুসন্তান ও সামাজিক স্বীকৃতির প্রসঙ্গ তোলেন। দুই পক্ষই বিয়ের বিষয়ে সম্মত বলে জানায়। এ সময় বিচারক কিশোরীকে বলেন, ‘ওই বয়স্ক লোকটাকে কি তুমি বিয়ে করবে?’ উত্তরে কোনো জবাব না দিয়ে তাকিয়ে থাকে কিশোরী। বিচারক খাঁচার ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা চুল দাড়ি পাকা এক ব্যক্তির দিকে নির্দেশ করে কিশোরীকে আবার বললেন, ‘পেছনে তাকিয়ে দেখো, ওই চুল দাড়ি পাকা বয়স্ক লোকটাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?’ মেয়েটি পেছনে ঘাড় অল্প ঘোরালেও খাঁচার দিকে তাকায় না, পাশে থাকা বোনের দিকে তাকায়। এ সময় আদালতে উপস্থিত দু তিনজন নারী নিচু স্বরে বলে ওঠেন, ‘এ রকম একটি লোকের সঙ্গে বিয়ে কী করে সম্ভব!’ কিশোরীকে বিচারক বলেন, ‘বোনের দিকে তাকিও না। তুমি নিজে বলো। বাসায় গিয়ে ঠান্ডা মাথায় নিজে সিদ্ধান্ত নাও। তুমি কি চাও একটা আসামিকে বিয়ে করতে? তোমার সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। তুমি ছোট একটা মানুষ। তোমার সন্তান আছে। সে বড় হয়ে কী বলবে এমন একটি লোককে বিয়ে করলে? মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্ষণের শিকার কত মেয়ের সন্তান জন্ম নিয়েছে। ওই মেয়েরা কি পাকিস্তানি ধর্ষককে বিয়ে করেছেন?’ কিশোরী নিশ্চুপই ছিল। একপর্যায়ে মেয়েটির বোন, আসামিপক্ষের আইনজীবী ও রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিদের উদ্দেশে বিচারক বলেন, ‘মেয়েটার পুরো ভবিষ্যৎ সামনে পড়ে আছে। সবাই মিলে কীভাবে মেয়েটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সেই চেষ্টা করুন। ধর্ষকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েন না। এই মেয়েটি প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে।’ শুনানি শেষে বেলা একটায় আদালতের বিচারকাজ শেষ হলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ৭-এর বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি আফরোজা ফারহানা আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, এটা খুব সংবেদনশীল একটা মামলা। ঘটনার সময় মেয়েটির বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। বাদী যদি আপস করে, তাহলে রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে কী হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, একটা শিশুর এ রকম নির্যাতনের ঘটনায় রাষ্ট্র আপস করতে চায় না। সরকারি কৌঁসুলিরা আপসের বিষয়ে বাধা দেবে। ওই ট্রাইব্যুনালের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি মোহাম্মদ লিয়াকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ শুনানির সময়ও বলেছি, এ মামলায় আসামি ১৬৪ ধারায় একাধিকবার ধর্ষণের কথা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। এটায় আপস হবে না।’ ওই কিশোরীর শিশুসন্তানকে একজন পুলিশ কর্মকর্তা দত্তক নিয়েছেন বলে বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি আফরোজা ফারহানা আহমেদ জানিয়েছেন। মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, ভুক্তভোগী কিশোরী রাজধানীর মাটিকাটা এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকত। একটি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। বাসার কাছে আসামি মো. আনোয়ারুল হকের (৫৫) মুদিদোকান ছিল। ওই দোকান থেকে নিয়মিত কেনাকাটা করার কারণে কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। কিশোরী দোকানের সামনে দিয়ে মাটিকাটা এলাকার একটি কোচিং সেঃটারে আসা যাওয়া করত। ঘটনার দিন ২০২২ সালের ১ এপ্রিল এটা সেটা কিনে দিয়ে কিশোরীকে কাছে ডেকে নেন আনোয়ারুল হক এবং দোকানের ভেতরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এরপর আরও কয়েকবার ভয় দেখিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ করেন তিনি। ভয়ে ওই কিশোরী বোনকেও কিছু বলেনি। একপর্যায়ে মেয়েটির শরীরে নানা রকম সমস্যা দেখা দিলে ওই বছরের নভেম্বর মাসে বড় বোন তাকে একটি হেলথ কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যান। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসক জানান, কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা। পরে জিজ্ঞাসা করলে কিশোরী সব ঘটনা জানায়। ঘটনার সাত মাস পর বড় বোন বাদী হয়ে আনোয়ারুল হককে আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ (১) (ধর্ষণের ধারা) ধারায় মামলা করেন। মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. ইসমাঈল ভূঞা প্রথম আলোকে বলেন, আনোয়ারুল হকের স্ত্রী ও বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে। তাঁরাই আসামির পক্ষে মামলা দেখছেন। দুই বছর ধরে আসামি কারাগারে। দুই পরিবারই বিয়ের মাধ্যমে আপস চাইছে। সেসব চিন্তা করে আপসের কথা বলা হয়েছে আদালতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আদালতের নির্দেশে ধর্ষকের সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। ২০২১ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ধর্ষকের সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীর সঙ্গে বিয়ের শর্তে এক বছর কারা ভোগের পর জামিন পান নাজমুল হোসেন নামের এক ব্যক্তি।

সম্পাদকীয়

মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধ সমান

২১ শে ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ভাষা শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে কিছু বাংলা ভাষী বন্ধুরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলার রক্ষার জন্য লড়াই করে ছিলেন ও প্রান দিয়েছিলেন পরবর্তী কালে তাই ২১ শে ফেব্রুয়ারী কে আন্তর্জাতিক ভাষা শহীদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয় ।তাই আজ ভাষা শহীদ দিবসে সেই সব শহীদদের চরণে জানাই শতকোটি প্রনাম।মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান।একটি শিশু যেমন জন্ম নেওয়ার পর মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে,পুষ্ট হয় ও বড় হয় তেমনি মানুষের মাতৃভাষা ও মায়ের ভাষা বলে মানুষ আত্ম প্রকাশ করে ও বড় হয়।মাতৃভাষা তাই সবার জন্য আদরের,সম্মানের ও গর্বের জিনিষ। আমরা বঙ্গ ভাষী।আমাদের মাতৃভাষা বাংলা।কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আজ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে

ভুলতে বসেছি।আমি ঝাড়খন্ডের কথা বলছি।আমরা ঝাড়খণ্ডে প্রায় ৪২ বঙ্গ ভাষিরা আছি যাদের মাতৃভাষা বাংলা।কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঝাড়খন্ডের স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় না অর্থাৎ বাংলা মিডিয়াম স্কুল গুলো হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার জন্য আমাদের কোনো প্রতিবাদ নেই,কোনো দুঃখ নেই।কারন আমাদের মানসিকতা বদলে গেছে।আমাদের ধারণা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে না পড়ালে আমাদের ছেলে মেয়েদের কেরিয়ার তৈরি হবে না,তারা মানুষ হবে না।আমি ইংরেজির বিরোধী নই কিন্তু ইংরেজি শিখতে গিয়ে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে ভুলে যাবো কেন,বাংলা কে ছেড়ে দেবো কেন।বাংলা একটি মধুর ভাষা,সরল ভাষা,সম্বৃদ্ধিশালী ভাষা ভারতে যার দ্বিতীয় ও বিশ্বে যার পঞ্চম স্থান এখনো রয়েছে।তাই শুধু সরকারকে দোষ দিলেই চলবে না ,মাতৃভাষার এই দুর্গতির জন্য আমরাও দায়ী।তাই আজ আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।যে কোনো ভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের কে মাতৃভাষা বাংলা শিখাতে হবে ও বাংলা ভাষা কে ঝাড়খন্ডে পুনরায় বহাল করার জন্য চাপ দিতে হবে ও নিবেদন করতে হবে ।আজ আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা শহীদ দিবসে বাংলা ভাষার গৌরব পুনরায় ফিরে আসুক এই কামনা করি।সাথে সাথে সকল বাংলা ভাষী ভাই বোনদের সাদরে প্রার্থনা জানাই আপনারা নিজের নিজের ছেলে মেয়েদের কে নিজের নিজের ঘরে বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখান।ছেলে মেয়েরা ইংরেজি মিডিয়াম অথবা হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে পড়ুক কিন্তু নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা টাকেও শেখান।মাতৃভাষা মাতৃ দুগ্ধ সমান।তাই যদি নিজেদের মায়ের ভাষা,মাতৃভাষা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় তাহলে এর থেকে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে। জীবনে আমাদের গর্ব করার আর কিছুই থাকবে না।তাই আজ মাতৃভাষা শহীদ দিবসে সকল ভাই বোনদেরকে প্রতি আমার এই প্রার্থনা ও নিবেদন রইল যে আসুন সবাই মিলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচানোর জন্য সংকল্প নি ও লড়াই করি।

জানা অজানা

পোটকা ও রাজনগর প্রখন্ডে অপুর পাঠশালার প্রভাব দিন প্রতিদিন বাড়ছে

সুনীল কুমার দে

গত বছর বঙ্গ উৎসবের পর মাতাজী আশ্রমের উদ্যোগে পোটকা ও রাজনগর প্রখন্ডে বাংলা শেখানোর স্কুল অপুর পাঠশালা নামে নিয়মিত খোলা হচ্ছে।বিগত ১৫ এপ্রিল ২০২৩ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে প্রথম পোটকা তে মাতাজী আশ্রমে পাঁচজন ছেলে মেয়েদের কে নিয়ে স্কুল খোলা হয়।অপুর পাঠশালা অনেক দিন আগে থেকেই ঘাটশিলার গৌরি কুঞ্জে চলছিলো কিন্তু প্রচার প্রসার ছিলো না।বঙ্গ উৎসবের পরে অনেক সংস্থাই এই কাজে এগিয়ে এসেছেন ও বিভিন্ন জায়গায় অপুর পাঠশালা খুলছেন।আমাদের পোটকা ও রাজ নগর অঞ্চলে এর প্রভাব ভালো ভাবে পড়েছে ও মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ এসেছে যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচানো দরকার ও এই কাজে সবাই কে এগিয়ে আসা দরকার।মাতাজী আশ্রম ছাড়াও কালিকাপুর,খয়েরপাল,ভূমরি, রসুনচোপা,জামদা,পোড়া ভালকি,বড় ভালকি,মাটিগাড়া,এদল, পোড়াডিহা ও গীতিলতা তে মাতাজী আশ্রমের উদ্যোগে অপুর পাঠশালা খোলা হয়েছে।খুবই গৌরবের বিষয় যে বিগত ২৮ শে জানুয়ারী ২০২৪ জামশেদপুরের গোপাল ময়দানে আয়োজিত দ্বিতীয় বঙ্গ উৎসবে বঙ্গ উৎসব সমিতি অপুর পাঠশালায় নিশুলক ভাবে বাংলা শেখানোর জন্য পোটকা ও রাজনগর অঞ্চলের মোট ২৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কে বিশিষ্ঠ গুরু সম্মানে সম্মানিত করেছেন।এতে মানুষের মধ্যে একটা ভালো প্রভাব পড়েছে।আমাদের মাতাজী আশ্রমের উদ্যোগে জুড়ি,এদলের বামুন টোলা, বাগলতা,চালিয়ামা,বড্ডি,ধীরল, বুরুডি, পাউরু প্রভৃতি গ্রামে ও অপুর পাঠশালা খোলার কথাবার্তা চলছে।বর্ণ পরিচয় বইয়ের অভাবে একটু অসুবিধে হচ্ছে। বিগত ১৩ ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তে পোটকার শঙ্করদা গ্রামে পূর্ব জিলা পরিষদ করুণাময় মণ্ডলের প্রচেষ্টায় উৎক্রমিত উচ্চ বিদ্যালয়ে পোটকার প্রখন্ড শিক্ষা প্রসার পদাধিকারীর উপস্থিতে বাংলা পড়ানোর জন্য পুনরায় ক্লাশ শুরু করা হলো।এই প্রসঙ্গে কথা উঠলো সরকারী আদেশ না হলে বাংলা পড়ানো যাবে কি করে।এর উত্তরে পূর্ব জিলা পরিষদ করুণাময় মণ্ডল ও সাহিত্যিক ও সমাজ সেবি সুনীল কুমার দে বলেন,,সরকার যখন বাংলা পড়ানো বন্দ করার আদেশ দেন নি তখন খোলার আদেশের কি প্রয়োজন।সংসাধনের অভাবে পড়া বন্ধ হয়েছিলো তাই একে পুনরায় চালু করতে হবে আপনাদের প্রচেষ্টায়।প্রখন্ড শিক্ষা প্রসার পদা ধিকারী এই কথার সমর্থন জানালেন ও যে এলাকায় যে ভাষাভাষির ছেলে মেয়েরা বেশি পড়ে তাদের কে তাদের মাতৃভাষা শেখাতে অনুরোধ জানালেন।এই স্কুল কে দেখে অন্য স্কুলে ও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া শুরু করা উচিত।

সব শেষে বলি আমাদের কোনো ভাষার প্রতি বিরোধ ও বিদ্বেষ নেই কিন্তু মাতৃভাষা কে শিখানোর দাবি আছে।তাই সবাই নিজের নিজের মাতৃভাষা শিখুন ও মাতৃভাষা কে বাঁচাতে সরকারী ভাবে ও বেসরকারি ভাবে এগিয়ে আসুন।

মিশরের পিরামিড কেন তৈরি করা হয়েছিল?

পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের কথা ভাবলে প্রথমেই আসে মিশরের পিরামিডের নাম।

প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে নির্মাণ করা এই বিস্ময়কর স্থাপনার কাঠামো এবং নির্মাণশৈলীর রহস্য নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই।

ভিনগ্রহ থেকে আসা কোনও এলিয়েন স্থাপনাগুলো বানিয়েছিল কিংবা শস্য সংরক্ষণের জন্য ফারাওরা এগুলো তৈরি করেছিল, এমন নানা ধারণা প্রচলিত আছে পিরামিডকে ঘিরে।

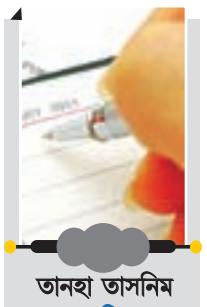

তানহা তাসনিম
প্রাবন্ধিক

আসলেই কেন তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড তা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

আর তাতে সাহায্য করেছে সাহারার শুষ্ক জলবায়ুতে সুরক্ষিত প্রাচীনকালের মিশরীয়দের লেখা, নির্মাণের মতো নানা প্রমাণ।

পিরামিড কী?

পিরামিড মূলত সমাধিক্ষেত্র। প্রাচীন মিশরের শাসনকর্তা ফারাওদের মৃত্যুর পর তাদের সমাহিত করা হতো এই বিশাল সমাধিক্ষেত্রে। প্রায় কয়েক দশক ধরে হাজার হাজার শ্রমিকদের দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

কিন্তু প্রশ্ন আসে ফারাওরা কেন এই স্থাপনা নির্মাণে এত সময় ও অর্থ ব্যয় করেছিল?

মূলত প্রাচীন মিশরীয় সমাজে পরকালের ধারণা প্রচলিত ছিল। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই এই বিরাট আকারের সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করা হয়।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে প্রকাশিত এক প্রবন্ধের তথ্যমতে, মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো যতদিন ফারাওদের দেহ রক্ষা করা যাবে ততদিন তারা স্বর্গে বাস করবে।

তবে তার জন্য পৃথিবী থেকে পরকালের যাবার সময় 'আত্মা'র নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করা জরুরি ছিল। এই আত্মাকে তারা ডাকতো 'কা' বলে।

এই 'কা' বেঁচে থাকার জন্য প্রসাদ আকারে খাবার, বিশ্রামের জন্য বিছানাসহ কিছু ব্যবস্থার দরকার ছিল বলে তারা মনে করতো। আর সে কারণেই প্রয়োজন পড়ে পিরামিডের।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো, পিরামিডের ভেতরে ফারাওদের 'কা' বেঁচে থাকতো।

আর তাই ফারাওদের শরীর মমীকরণ করা হতো। তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে পরপারের যাত্রার জন্য জাগতিক সব ধরনের জিনিসই প্রয়োজন হবে 'কা'র।

তাই ফারাওদের মৃতদেহের সঙ্গে প্রয়োজন মতো ধনসম্পদ দিয়ে দেয়া হতো।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মিশরবিদ পিটার ডার ম্যানুয়েলিয়ান বলেন, অনেকেই আধুনিক অর্থে জায়গাটিকে কেবল একটি সমাধিক্ষেত্র হিসেবে মনে করেন, কিন্তু এটি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু।

এই সুসজ্জিত সমাধিগুলোতে প্রাচীন মিশরীয় জীবনের প্রতিটি দিকের বিস্ময়কর উপস্থাপন রয়েছে তাই এটি কেবল মিশরীয়রা কীভাবে মারা গিয়েছিল তাই নয় বরং তারা কীভাবে বেঁচে ছিল সেটাও বলে।

পিরামিড নির্মাণের শুরু

পিরামিড নির্মাণের আগে মিশরীয়দের কবর দেয়ার পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। তখন সমাধি দেয়া হতো চারকোনা ছোট আকৃতির ঘরে, যার নাম ছিল 'মাস্তাবা'।

জাদুঘর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশনের ওয়েবসাইটে প্রাচীন মিশর নিয়ে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এর উল্লেখ রয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ২৭৮০ অব্দের দিকে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া আকৃতির পিরামিড নির্মাণের জন্য একটির ওপর আরেকটি এভাবে ছয়টি ধাপে প্রথম পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছিল।

জোসের নামের একজন ফারাওয়ের জন্য নির্মাণ করা এই পিরামিডের কোনাগুলো মসৃণ না হলেও এটাকেই প্রথম সত্যিকারের পিরামিড হিসেবে ধরা হয়।

প্রচলিত আছে, এই সমাধির নকশাকারের নাম ছিল ইমহোতেপ। তাকেই পিরামিডের

প্রথম নকশাকার হিসেবে ধরা হয়।

প্রথম পিরামিড নির্মাণের পর পরবর্তী ফারাওরা আরও ভালো এবং বড় আকারের পিরামিড নির্মাণ শুরু করেন।

পিরামিডের কথা বললে প্রথমেই যে ছবি ভেসে ওঠে তা হলো মিশরের গিজার গ্রেট পিরামিড।

৪৫০ ফুট বা ১৩৯ মিটারের বেশি উচ্চতার এই পিরামিড 'খুফুর পিরামিড' নামেও পরিচিত।

কায়রোর উপকণ্ঠ গিজায় অবস্থিত তিনটি পিরামিডের মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরাতন এবং বড়।

তবে নির্মাণের সময় খুফুর পিরামিড আরও কিছুটা উঁচু ছিল বলে ধারণা করা হয়।

প্রায় ৬০ টন ওজনের ৩০ থেকে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের বিশাল আকৃতির ২০ লাখ পাথর খণ্ড দিয়ে নির্মিত এই পিরামিডটি তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় আগে তৈরি করা হয়েছিল।

দেশটিতে ১০০'র বেশি পিরামিড অক্ষত থাকলেও এই পিরামিডটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বিশাল আকৃতির এই কাঠামোর মাত্র কয়েকটি কক্ষেই প্রবেশ করা যায়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৪৭ মিটার দীর্ঘ ও আট মিটার উঁচু গ্র্যান্ড গ্যালারি।

ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২৫০৯ থেকে ২৪৮৩ অব্দের মধ্যে ফারাও খুফুর শাসনামলে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

পরে খাফ্রে এবং মেনকাউরে এর পাশে আরও দুইটি পিরামিড নির্মাণ করেন।

গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ যুক্তরাজ্যের পেনসিলভানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়বসাইটে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ক্লাসিকস এন্ড এনশিয়েন্ট মিডেটারিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক ডোনাল্ড রেডফোর্ডের বরাত দিয়ে পিরামিড নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে বিশ থেকে তিরিশ হাজার কারিগর নিয়ে ২৩ বছরেরও কম সময়ে গিজার পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ পারিসের নটরডেম ক্যাথেড্রাল তৈরিতে সময় লেগেছিল ২০০ বছরেরও বেশি।

অধ্যাপক রেডফোর্ডের মতে পিরামিড নির্মাণকারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কৃষক।

পিরামিডে কাজ করা কৃষকদের ট্যাক্স বিরতি দেওয়া হতো এবং তাদের 'শহরে' নেয়ার পর আশ্রয়, খাদ্য এবং পোশাক দেওয়া হতো, বলেন তিনি।

পিরামিড কি দাসরা বানিয়েছিল?

'পিরামিড কারা বানিয়েছিল' এই প্রশ্নের দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত উত্তর ছিল 'দাস'। ধারণা করা হতো বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষদের ধরে এনে 'নির্দয়' ফারাওরা দাস বানিয়ে তাদের দিয়ে পিরামিড নির্মাণ করাতো।

আর এই ধারণার শুরু জুডিও-খ্রিস্টান ধারণা থেকে। পরে এটি জনপ্রিয়তা পায় সিসিল বি. ডি মিলের 'দ্য টেন কমান্ডমেন্টস'র মতো হলিউড সিনেমার হাত ধরে।

কিন্তু পিরামিডের দেয়ালে আঁকা ছবিগুলো থেকে ভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে।

এ নিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হার্ভার্ড ম্যাগাজিনে জনাথন শ' প্রত্নতত্ত্ববিদ মার্ক লেহনারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

'পিরামিড দাসরা বানিয়েছিল' প্রচলিত এই ভুল ধারণার বিপরীতে যুক্তি তুলে ধরেছেন তিনি।

মার্ক লেহনারের পিরামিড নির্মাণকারীদের বসবাসের শহর খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে লেখাটিতে পিরামিডের কারিগরদের জীবনযাপনের বেশ কয়েকটি দিক তুলে ধরা হয়েছে।

বিশেষ করে তারা সেখানে যে ধরনের খাবার খেতেন তা থেকে বোঝা যায় দাস বা সাধারণ কর্মী না, তারা ছিলেন 'দক্ষ কারিগর'।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অ্যামেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ জর্জ রিনজার পিরামিডের দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি দেখতে পান, যেখানে পিরামিড নির্মাণকারীদের 'খুফুর বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিস্টার লেহনারের ধারণা, মিশরীয় সমাজ কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হতো, যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই শাসকের সেবা করতেন। মিশরীয়রা একে বলতো 'বাক'।

সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে তাদের উপরে থাকা লোকদেরকে কোনও না কোনও ভাবে 'বাক' দিতে হতো। 'কিন্তু এটা আসলে দাসত্ব হিসেবে বিবেচ্য হতো না', বলেন মি. লেহনার।

এমনকি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও 'বাক' দিতে হতো।

পিরামিড নির্মাণের খরচ অনেক বেশি হয়ে যাওয়ায় ফারাওরা শেষ পর্যন্ত ওল্ড কিংডম বা প্রাচীন সাম্রাজ্যের শেষের দিকে পিরামিড নির্মাণ বন্ধ করে দেয়।

এছাড়া বিরাট আকারের পিরামিডগুলোতে ধনসম্পদ পাওয়া যাবার কারণে মিশরীয়রা নিজেরাই সেগুলো লুট করে নিতো।

পরে পিরামিড তৈরির বদলে ভ্যালি অব কিংসের গোপন সমাধিক্ষেত্রে ফারাওদের সমাহিত করা হতো।

পিরামিড কি শস্যের গুদাম ছিল?

পিরামিড নির্মাণের প্রচলিত ধারণার মধ্যে একটি ছিল শস্যের গুদাম হিসেবে এর ব্যবহার।

ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী, জোসেফকে তার ভাইয়েরা দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় এবং পরে ফারাওয়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যার পর গুদামে খাদ্য সংরক্ষণ করে সাত বছরের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মিশরীয়দের বাঁচায়।

বাইবেলে পিরামিডের কোনও উল্লেখ না থাকলেও মধ্যযুগের বিভিন্ন গল্পে এর উল্লেখ রয়েছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর ফ্রাঙ্কিশ বিশপ সেন্ট গ্রেগরি অফ ট্যুরসও এই ধারণা জনপ্রিয় করতে ভূমিকা রেখেছিলেন।

জন ম্যান্ডেভিলের ১৪ শতকের জনপ্রিয় ভ্রমণ স্মৃতিকথায় 'জোসেফের গুদাম ঘরের উল্লেখ করেন, যেখানে কঠিন সময়ের জন্য গম সংরক্ষণের' বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন।

কিন্তু রেনেসাঁর সময় থেকে যখন এ নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়, তখনই এই ধারণা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এখন অবশ্যই আমরা জানি যে পিরামিডগুলো মূলত সমাধি কক্ষ ছিল যদিও সেটা অনেকগুলো বিষয়ের একটি। পিরামিডের স্থাপত্যে এর আগের এবং পরের সময়ের কাঠামো, ভেতরের সুড়ঙ্গপথ এবং সেখানকার জায়গার কার্যকারিতা থেকে মিশরের পরবর্তী সময়কে বোঝা যেতে পারে, বলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরবিদ অধ্যাপক জন ডার্নেল।

পিরামিডের ভেতরের প্রধান উপাদান পাথর ও ইট উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে শস্যের জন্য খুব বেশি জায়গা থাকবে না এবং একইসঙ্গে এটি শক্তি ও প্রকৌশলের বিশাল অপচয় হবে।

তাছাড়া প্রাচীন শস্যভাণ্ডারগুলো ছোট মৌচাক আকৃতির ছিল বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে জোসেফের গল্পটি সম্ভবত মিশরের মধ্য সাম্রাজ্যের সময়ের, যা কিনা গিজার পিরামিড তৈরির কয়েক শতাব্দী পরে বলেও উল্লেখ করেন অধ্যাপক ডার্নেল।

সাময়িকী

পৃথিবীতে যে সাতটি ভাষায় সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে

ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি, মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ভাষায় কথা বলার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে।

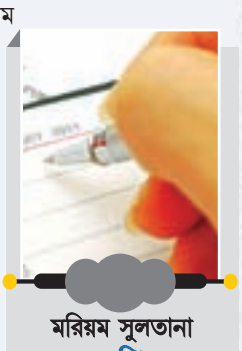

মরিয়ম সুলতানা
প্রাবন্ধিক

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সামার ইন্সটিটিউট অফ লিঙ্গুইস্টিক্স (এসআইএল) ইন্টারন্যাশনাল এর ভাষা নিয়ে গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান 'এথনোলগ' বলছে, পৃথিবীতে বর্তমানে সাত হাজার ১৬৮টি ভাষা আছে।

কিন্তু, এর ৪২ শতাংশ ভাষাই 'ঝুঁকিপূর্ণ' অবস্থায় আছে অর্থাৎ, তিন হাজার ৪৫টি ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে।

এর আগেও সময়ের সাথে সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ভাষা চিরতরে হারিয়ে গেছে। তবে যেসব ভাষা পৃথিবীতে এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে, সেগুলোর মাঝে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত ভাষা কোনগুলো, আমরা কী তা জানি? কিংবা, পৃথিবীতে কোন ভাষায় মানুষ সবচেয়ে বেশি কথা বলে? আজ আমরা এমন সাতটি ভাষার বিষয়ে জানবো, যেগুলোর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

ইংলিশ ঃ যদি বহুল ব্যবহৃত ভাষার কথা বলতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেখানে ইংলিশের নাম উঠে আসবে। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষের মাতৃভাষা হয়তো ইংলিশ না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ বিরল যেখানে মাতৃভাষার পর ইংলিশকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। এথনোলগ-এর তথ্য অনুযায়ী, ৮০০ কোটি মানুষের পৃথিবীতে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষই ইংলিশে কথা বলে। যদিও পৃথিবীর মাত্র ৩৮ কোটি মানুষের মাতৃভাষা ইংলিশ এবং মাতৃভাষাভাষীর সংখ্যার বিচারে ইংলিশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। এই ভাষার আঁতুড়ঘর হলো যুক্তরাজ্য, অর্থাৎ ইউনাইটেড কিংডম। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী জুড়ে ইংলিশের এত বিস্তৃতির পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে কয়েকশো বছর ধরে পৃথিবীজুড়ে চলা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ।

ম্যান্ডারিন চাইনিজ ঃ চীনের মানুষের মাতৃভাষার নাম ম্যান্ডারিন চাইনিজ। যদি শুধুমাত্র মাতৃভাষার কথা বিবেচনা করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে ম্যান্ডারিন চাইনিজ ভাষাভাষীর সংখ্যাই সর্বোচ্চ। এথনোলগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর ৯৪ কোটি মানুষের মাতৃভাষা ম্যান্ডারিন চাইনিজ। এছাড়া, পৃথিবীর প্রায় ১১০ কোটি মানুষ ম্যান্ডারিন চাইনিজে কথা বলে। সেক্ষেত্রে, ইংলিশের পরেই এর অবস্থান। ম্যান্ডারিন ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ, পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীন। ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিকস অব চীন-এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৪০ কোটির একটু বেশি। এথনোলগ বলছে, চীনের ৮১ শতাংশ মানুষ ম্যান্ডারিন চাইনিজে কথা বলে।

হিন্দি ঃ জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে আছে হিন্দি ভাষাভাষীরা। এথনোলগ-এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রায় ৬০ কোটি ৯০ লাখ মানুষ হিন্দিতে কথা বলে। এদের মাঝে ৩৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের বসবাস ভারতেই বেশি। তবে ১৪০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে হিন্দি ছাড়াও আরও অনেক ভাষা আছে। সেই হিসেবে করলে, দেশটির মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশটির মোট ২২টি দাপ্তরিক ভাষার মাঝে হিন্দি অন্যতম। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভারতে হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ দিনটি হিন্দি দিবস হিসেবে পালন করা হয়। হিন্দির সাথে আরও কিছু ভাষার মিল রয়েছে। যেমন, বাংলা, উর্দু, নেপালি, ভোজপুরি, রাজস্থানি ইত্যাদি।

স্প্যানিশ ঃ পৃথিবীতে প্রায় ৫৬ কোটি মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে। সে হিসেবে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা স্প্যানিশ। মাতৃভাষা হিসেবে পৃথিবীর প্রায় ৪৯ কোটি মানুষ স্প্যানিশে কথা বলে। এদিক দিয়ে ম্যান্ডারিনের পরেই স্প্যানিশের অবস্থান। অর্থাৎ, মাতৃভাষা হিসেবে এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষা। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মেক্সিকোতে স্প্যানিশ ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এরপরই আছে কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা ও স্পেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের রোমান্স শাখার ভাষা স্প্যানিশ বর্তমানে মোট ১৮টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা।

ফ্রেঞ্চ ঃ ফ্রেঞ্চও জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইংলিশের পাশাপাশি ফ্রেঞ্চকে তাদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। এথনোলগ অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটির চেয়ে কিছুটা বেশি। ব্রিটানিকা বলছে, বিশ্বের ২৫টিরও বেশি দেশে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে এর ব্যবহার আছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রান্স এবং ক্রোয়েশিয়া। এছাড়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশে প্রচুর ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী পাওয়া যায়।

আরবি ঃ এথনোলগের তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীতে আরবি ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। সৌদি আরব, ইরান, বাহরাইনের মতো মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষের মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি। আবার অনেক দেশের মাতৃভাষা না হলেও সেখানে ব্যাপক হারে আরবির প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশের সরকারি ভাষা আরবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলজেরিয়া, মিশর, ইরাক, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লেবানন, মরোক্ক, ওমান, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া ইত্যাদি। ধর্মীয় কারণে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই ই কম বেশি আরবি লিখতে, পড়তে, বলতে জানেন।

বাংলা ঃ এথনোলগ অনুযায়ী, বর্তমান পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৭ কোটির কিছুটা বেশি। পৃথিবীর বহুল ব্যবহৃত ভাষাগুলোর মাঝে বাংলা সপ্তম। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করে বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে। তবে ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা ভাষা সপ্তম হলেও এই ভাষার মতো রক্তক্ষয়ী ইতিহাস বহুল ব্যবহৃত অন্য ভাষাগুলোর নেই। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের আগে থেকেই ভাষা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিলো। তবে ভারত ভাগ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার নির্দেশ দেয় এবং পাকিস্তান সরকারের এমন ঘোষণার বিরোধিতা করে বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ। তৎকালীন পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে এই নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে। সেটি সংঘাতে রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সরকারী বাংলা ভাষী শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রতি আবেদন ঃ সুনীল

পোটকা ঃ শিক্ষক কে অন্য অর্থে গুরু বলা হয়।গুরুর সম্মান অনেক উপরে।শিক্ষক কে রাষ্ট্র নির্মা তাও বলা হয়ে থাকে।তাহলে বুঝুন একজন শিক্ষকের স্থান কোথায়।তাই শিক্ষক যেন শিক্ষকতা কে শুধু চাকরি করা না মনে করেন।ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত আপনাদের হাতে।আপনারা মানুষ গড়ার কারিগর।তাই আপনাদের অনেক বেশি কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে।

এরপর মুল পাঠে আসি। আমাদের ঝাড়খন্ড হলো বাংলা ভাষা ভাষী বহুল ক্ষেত্র এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।প্রায় বেশির ভাগ স্কুল একদিন বাংলা মিডিয়াম স্কুল ছিলো।কিন্তু দুঃখের বিষয় ঝাড়খন্ড হওয়ার আগে থেকেই বাংলা বই এর অভাবে ও সমুচিত বাংলা শিক্ষকের অভাবে ধীরে ধীরে বাংলা স্কুল গুলো সব বন্দ হয়ে যায় ও বাংলা পড়ানো বন্দ হয়ে যায়।ইদানিং কেন্দ্র সরকারের নুতন শিক্ষা নীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।যদি আদেশ কে সফল করতে হয় প্রচুর ভাষা ভিত্তিক শিক্ষকের নিযুক্তির প্রয়োজন ও বই এর প্রয়োজন।

আমি বাংলা ভাষার কথা বলছি।এখন ও অনেক স্কুলে বাংলা ভাষী শিক্ষক ও শিক্ষিকারা আছেন যারা চাইলে অনায়াসে বাংলা ভাষী ছেলে মেয়েদের কে বাংলা অক্ষর জ্ঞান দিতে পারেন।যদি বলেন এর জন্য পুনরায় স্কুলে বাংলা পড়ানোর সরকারী আদেশ চাই।এর উত্তরে বলি সরকার বাংলা ভাষা পড়ানো বন্দ করার আদেশ দেন নি তাহলে পুনরায় বাংলা পড়ানোর আদেশের কি প্রয়োজন।কেবল আপনাদের সৎ ইচ্ছা দরকার ও মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।আমি অমুক বিষয়ের শিক্ষক বাংলা পড়াবো কেন এই মনোভাব থাকলে হবে না।আপনারা চাইলে অনায়াসে ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শিখাতে পারেন যারা বাংলা শিখতে চায় তাদের।দেখুন সরকারের থেকে আমাদের অর্থাৎ বাংলা ভাষী মানুষদের বেশি ইচ্ছে, প্রয়াস,কর্তব্য ও দায়িত্ব থাকা উচিত আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে বাঁচানোর জন্য।তাই বাংলা বহুল এলাকায় ছেলে মেয়েদের কে বাংলা শেখানোর কথা বাংলা ভাষী শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেশি করে ভাবতে হবে ও সহযোগ করতে হবে।সরকারের মাতৃভাষায় শিক্ষা তখনই সফল হবে যখন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা সরকার কে সহযোগ করবেন।তাই আমি বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য সরকারী বাংলা ভাষী শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের আবেদন ও নিবেদন জানাচ্ছি আপনারা সচেতন হউন ও সহযোগ কারুন।শিক্ষকতা কে চাকরির সাথে সাথে রাষ্ট্র সেবা ও মনে করুন।

মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই ঃ শঙ্কর চন্দ্র গোপ

এদল গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ায় মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় ১৩ তম অপুর পাঠশালা খোলা হলো

পোটকা ঃ মাতাজী আশ্রম বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজ স্তরে বাংলা শেখানোর জন্য গ্রামে গ্রামে অপুর পাঠশালা খুলে চলেছেন।পোটকা ও রাজনগর অঞ্চলে এতে প্রচুর সারা পাওয়া যাচ্ছে।এই অভিযানে আজ রাজনগর অঞ্চলের এদল গ্রামে ব্রাহ্মণ পাড়াতে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে ১৩ তম অপুর পাঠশালা খোলা হলো।সুনীল কুমার দে ধুপ দীপ জ্বেলে ও সরস্বতী মায়ের পুজো করে বাংলা স্কুল টির শুভ উদ্বোধন করলেন।শিক্ষাবিদ শঙ্কর চন্দ্র গোপ ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন,,, মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই।আমাদের মাতৃভাষা বাংলা তাই আমরা যে মাধ্যমেই পড়ি না কেন আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কে শেখা উচিত।মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছেলে মেয়েদের কে বর্ণ পরিচয় বই দেওয়া হলো।সুনীল কুমার দে প্রথম বাংলা ক্লাশ নিলেন।পাম্মি মরল ও পিঙ্কি মরল প্রতি রবিবার নিশুলক বাংলা শেখাবেন।এই অবসরে সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,বলরাম গোপ,সুজাতা মরল,ব্রহ্ম পদ মরল,পিঙ্কি মরল,পাম্মি মরল ছাড়াও বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী স্কুলে পুনরায় বাংলা পড়ানো শুরু করা হউক ঃ মেনকা সরদার

মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে জুড়ী গ্রামে ১৪ তম অপুর পাঠশালা খোলা হলো

পোটকা ঃ সকাল ১০ টায় পোটকা অঞ্চলের জুড়ী গ্রামে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে ১৪ তম অপুর পাঠশালা খোলা হলো।ধুপ দীপ জ্বেলে ও সরস্বতী মায়ের ছবিতে পুষ্প প্রদান করে বাংলা শেখানোর স্কুল টি শুরু করলেন পূর্ব বিধায়ক শ্রীমতি মেনকা সরদার।সুনীল কুমার দে সরস্বতী মায়ের সংগীত গেয়ে বললেন,,, বাংলা ভাষার বিখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা রচিত পথের পাঁচালি তে অপু একটি বিশেষ চরিত্র।তাঁর স্মরণে অপুর পাঠশালা বাংলা শেখানো স্কুলের নামকরণ করা হয়েছে।এই অপুর পাঠশালা প্রথমে ঘাটশিলার গৌরি কুঞ্জে খোলা হয় যেখানে বিভূতি বাবু পথের পাঁচালি লিখেছিলেন।শঙ্কর চন্দ্র গোপ ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা শেখার জন্য সবাই কে আহ্বান জানান।মৃনাল পাল ও সবাই কে বাংলা ভাষা রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান।মেনকা সরদার বলেন,,,আমাদের মাতাজী আশ্রম বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য ভালো কাজ করছে।এই জন্য সুনীল দা সমেত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। তবে ঝাড়খন্ড সরকার কেও পুনরায় স্কুল গুলো তে বাংলা পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাই কারণ ঝাড়খন্ড রাজ্য হওয়ার আগে প্রায় প্রতিটি স্কুলে বাংলা পড়ানো হতো।ঝাড়খন্ড বাংলা ভাষী ক্ষেত্র তাই বাংলা কে উপেক্ষা করা উচিত নয়।মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সকল ছেলে মেয়েদের কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়।শঙ্কর চন্দ্র গোপ প্রথম বাংলা ক্লাস নেন।এরপর প্রতি রবিবার ছবি সরদার নিশুলক ভাবে বাংলা ক্লাস নিবেন।সবশেষে নরসিং গোপ সবাই কে ধন্যবাদ দেন।এই অবসরে গৌরি চ্যাটার্জি,ভীম ভট্টাচার্জি,পুতুল সাহু,সম্পা স্বর্ণকার,সুনিতা চ্যাটার্জি,মুকু ভট্টাচার্য্য ছাড়াও গ্রামের ছেলে মেয়েরা উপস্থিত ছিলেন।

টুকরো খবর

বাংলা পড়েও আমরা কেন বাংলা শিখছি না

কলকাতা ঃ স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে অন্তত ১২ বছর বাংলা পড়ানো হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরও চার থেকে পাঁচ বছর বাংলা পড়ার সুযোগ রয়েছে। জীবনের দীর্ঘ পরিসরজুড়ে বাংলা পড়েও আমাদের শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষায় দুর্বল থেকে যাচ্ছেন। তাঁরা বাংলা ভালো লিখতে পারছেন না, বাংলা লেখা সম্পাদনাও করতে পারছেন না। ইংরেজির ক্ষেত্রেও একই ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। তা নিয়ে কথাও বলেন অনেকে। কিন্তু বাংলার দুর্বলতা নিয়ে একটু দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায় না। পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, প্রকাশনা সংস্থা ও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায়ই বাংলা জানা শিক্ষার্থীর খোঁজ করা হয়। সবাই মনে করেন, যাঁরা বাংলায় অনার্স-মাস্টার্স করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় বাংলা ভালো জানেন। লেখালেখির কাজ থেকে শুরু করে ভাষা-সম্পাদনার কাজ এসব শিক্ষার্থী ভালো পারবেন বলে অনেকের ধারণা। লজ্জা নিয়েই বলতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে এ কাজে বাংলার শিক্ষার্থীদের বাড়তি দক্ষতা তৈরি হয় না। এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা বিষয়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও পাঠদানের পদ্ধতিতে ঘাটতি রয়েছে। তাই বাংলা বিষয়ের অধীন ৩০ থেকে ৪০টি কোর্স সম্পন্ন করেও ভাষাগত দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে। এসব কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে কিন্তু তা নির্ধারণ করা হয়েছে পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করার পরে। অথচ ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হওয়ার কথা। মানে, আগে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে এবং

এর ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, পাঠ্যক্রম তৈরির আগে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা দরকার ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অধিকাংশ বিষয়ের মতো বাংলা বিষয়েরও কোনো শিক্ষাক্রম নেই। ফলে শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটুকু দক্ষতা অর্জন করবেন কিংবা কীভাবে অর্জন করবেন, এর দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলা' নামে আসলে বাংলা সাহিত্য পড়ানো হয়। নামমাত্র ভাষাবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের কোর্স আছে। সেসব কোর্সের গঠন এমন, যা দৈনন্দিন জীবনে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসে না। ভাষা-সম্পাদনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও বাংলার শিক্ষার্থীদের এই দক্ষতা তৈরি হয় না। এমনকি সাহিত্য হিসেবে বাংলা পড়লেও তাঁরা সাহিত্যিকদের ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্বও চিহ্নিত করতে পারেন না। পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা কিছু তালিকা করা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করেন মাত্র। সাহিত্য পড়লেও সাহিত্য বিচার করার গুণও তৈরি হয় না তাঁদের মধ্যে। অথচ শিক্ষাক্রম থাকলে শিক্ষার্থীদের অর্জনযোগ্য যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেত। সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রম তৈরি করলে তা অধিকতর কাজেরও হতো। ভাষাদক্ষ শিক্ষার্থী তৈরির জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময় লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে। পাঠ্যবই প্রণয়ন, পাঠদানের পদ্ধতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া ঠিক করার ক্ষেত্রেও সেই লক্ষ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে। বাংলার শিক্ষার্থীরা হয়তো কবিতা লিখবেন না, কিন্তু তাঁদের কবিতা বুঝতে পারার কথা। তাঁরা হয়তো নাটকে অভিনয় করবেন না, কিন্তু নাটক দেখে আলোচনা লিখতে পারার কথা। হয়তো কবিতা আবৃত্তি করবেন না, কিন্তু উচ্চারণের ত্রুটি ধরতে পারার কথা। নিদেনপক্ষে বাংলার শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়ের বিবরণ দেওয়া বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারার কথা এবং সমালোচনা লিখতে পারার কথা। আশা করা যায়, তাঁরা কোনো লেখার সারসংক্ষেপ তৈরি করতে পারবেন কিংবা কোনো লেখাকে কাটাছেঁড়া করে সংশোধন করতে পারবেন। কিন্তু এসব দক্ষতা বাংলা পড়ে যে অর্জন করা যায় না, তা বাংলার শিক্ষকেরাও জানেন। যে দু-চারজন যে ভাষাদক্ষ ছেলেমেয়ে দেখা যায়, তাঁরা মূলত নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে ও দাপ্তরিক কাজে ভাষাদক্ষতা বাড়ানোর জন্য সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বাংলা আবশ্যিক কোর্স হিসেবে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই কোর্সের নকশাও এমনভাবে করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ভাষার প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, এখানেও সাহিত্য হয়েছে প্রধান পাঠ। আর ব্যাকরণ অংশে যা পড়ানো হয়, তা ব্যবহারিক ভাষা প্রয়োগে কাজে লাগে না। সাধারণের মধ্যে এ ধারণা রয়েছে, বাংলা মাতৃভাষা হওয়ার কারণে আমরা বাংলার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল নই। তাই বাংলা পড়া শিখতে দেরি হয়, লিখতে গেলে ভুল হয়। কিন্তু আমাদের ভাষা-দুর্বলতার মূল কারণ শিক্ষা-পরিকল্পনার ত্রুটি। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ১২ বছরের সাধারণ বাংলা শেখার মধ্যে লক্ষ্য নির্ধারণে ত্রুটি রয়েছে। প্রথম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই আমরা ধরে নিই, শিক্ষার্থীরা বাংলা পড়তে ও লিখতে শিখে গেছে। তাই দ্বিতীয় শ্রেণির বই থেকে ভাষা শেখার কোনো কাজ দেওয়া হয় না। অথচ বিভিন্ন জরিপে ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেও বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী বাংলা পড়তে ও লিখতে পারে না। বাংলা পড়তে পারা বলতে বোঝানো হয় বুঝে পড়া, কেবল উচ্চারণ করে পড়া নয়। আর লিখতে পারা বলতে বোঝানো হয় নিজের মতো লিখতে পারা। পড়ার ও লেখার ঘাটতি থাকার দরুন অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তৈরি হয়। এমনকি বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীর ধীরে ধীরে প্রমিত উচ্চারণেও কথা বলতে পারার কথা। শিক্ষাক্রমে তা নির্দেশ করাও আছে। অথচ এমন কোনো পাঠ বা কার্যক্রম নেই, যাতে শিক্ষার্থী প্রমিত উচ্চারণেও কথা বলতে পারে। তা ছাড়া পড়তে ও লিখতে শেখার মধ্যে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয় কেবল। এর বাইরেও ভাষাদক্ষতা অর্জনের জন্য আরও অনেক চর্চা ও অনুশীলন রয়েছে। বিশেষ করে অনুবাদ ও পরিভাষা তৈরির কাজে ভাষাদক্ষতার প্রয়োজন আছে। বানান ও ভাষারীতির মানোন্নয়নের প্রশ্নেও উচ্চতর ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন। দুঃখজনক ব্যাপার, আমাদের উচ্চতর গবেষণায় ভাষার ব্যাপারে আগ্রহ কমতে শুরু করেছে কয়েক দশক ধরে। এ কারণে ভাষা নিয়ে কাজ করানোর মতো পণ্ডিতজনেরও অভাব তৈরি হয়েছে। ভাষাদক্ষ শিক্ষার্থী তৈরির জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম প্রণয়নের সময় লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে। পাঠ্যবই প্রণয়ন, পাঠদানের পদ্ধতি নির্ধারণ ও মূল্যায়নের প্রক্রিয়া ঠিক করার ক্ষেত্রেও সেই লক্ষ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে।

মেসি রোনালদোর কাউকেই সেরা মানেন না হ্যাজার্ড

প্যারিস ঃ প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে আটটি ব্যালন ডি'অর জিতেছেন। ফুটবলপণ্ডিত থেকে খেলাটির সাধারণ অনুসারীর বেশির ভাগ মানুষই তাঁকে সময়ের সেরা বলেন। কেউ কেউ তো লিওনেল মেসিকে সর্বকালের সেরাও বলে থাকেন। সময়ের সেরা হিসেবে মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আসে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর নাম। মেসি ও রোনালদোর সঙ্গে বা বিপক্ষে যাঁরা খেলেছেন, সেই খেলোয়াড়দের মধ্যেও বেশির ভাগই এগিয়ে রাখেন এ দুজনকে। সদ্যই ফুটবলকে বিদায় বলে দেওয়া এডেন হ্যাজার্ড অবশ্য এই দলে নেই। মেসি ও রোনালদোর মাঠের কীর্তি এবং মান নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই বেলজিয়ামের সাবেক খেলোয়াড়ের। কিন্তু সেরার প্রশ্নে তাঁদের দুজনের কারও বাক্সে ভোট দিচ্ছেন না হ্যাজার্ড। ৩৩ বছর বয়সী রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফরোয়ার্ডে কাছে সেরা জিনেদিন জিদান। রিয়াল মাদ্রিদ ও ফ্রান্সের সাবেক প্লেমেকারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হ্যাজার্ড ওবিআই ওয়ান পডকাস্টে বলেছেন, 'মেসি এমন একজন, আপনি ফুটবল নিয়ে কথা বললে তার কথা আপনাকে বলতেই হবে। কিন্তু মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে এ ব্যাপারে। দলকে ট্রফি এনে দিতে এবং গোল করার ক্ষেত্রে রোনালদো জিওএটি (গোটগ্রেটেস্ট অব অল টাইম)। রোনালদোর প্রশংসা করতে গিয়ে হ্যাজার্ড বলেছেন, 'আপনি এ লোকটির দিকে একবার তাকান। এখন তার বয়স ৩৯ বছর। আমার তো মনে হয়, সে ৫০ বছর পর্যন্ত গোল করে যাবে। বিশ্বাস করুন, এটাই সত্যি হবে।' নিজের খেলার ধরন মেসির মতো বলে মন্তব্য করা হ্যাজার্ডের কথা শুনে অবশ্য তাঁকে জিদানের বড় ভক্তই মনে হচ্ছে। ফ্রান্সের হয়ে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জেতা রিয়ালের সাবেক কোচ জিদানকে নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার খেলার ধরন অনেকটাই মেসির মতো। তবে আমার কাছে সেরা জিদান।'

পিএসজি ও এমবাপ্পেকে নিয়ে সমালোচনার পোস্টে নেইমারের 'লাইক'

প্যারিস ঃ এক সেকেন্ডের কম সময়ের ব্যাপার! ছোট্ট একটা বিষয়। ইনস্টাগ্রামের একটা পোস্টে 'লাইক' লেখা জায়গায় গিয়ে তিনি শুধু একটা ক্লিক করেছেন। তাঁর একটি লাইকেই আবার ঝড় উঠেছে। তা তো উঠবেই, তাঁর নামটা যে নেইমার। নেইমার লাইকটি দিয়েছেন পিএসজি ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে করা সমালোচনায়। এই লাইক দিয়ে নেইমার নিজেও হয়ে গেলেন পিএসজি ও এমবাপ্পের একজন সমালোচক। একই সঙ্গে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পিএসজিতে থাকার সময় যতই বলে থাকুন যে এমবাপ্পের সঙ্গে তাঁর কোনো সমস্যা নেই, আসল ব্যাপারটা তা নয়, সমস্যা ঠিকই ছিল। নেইমার ব্রাজিলের ডিজিটাল ক্রিয়েটর ওয়েবসাইট জোগাদা এনসাইয়াদার যে পোস্টে লাইক দিয়েছেন, কী লেখা ছিল সেখানে? এমবাপ্পের সঙ্গে সর্বশেষ চুক্তির পর পিএসজির চেয়ারম্যান নাসের আল খেলাইফি ২০২৫ লেখা একটি জার্সি তুলে দেন ফরাসি তারকার হাতে। এমবাপ্পের হাতে খেলাইফির সেই জার্সি দেওয়ার ছবিটির সঙ্গে পিএসজি চেয়ারম্যানের অবাক হওয়ার একটি ছবি জুড়ে দিয়ে পোস্ট করেছে জোগাদা এনসাইয়াদা। ছবিটির পাশে পিএসজি আর এমবাপ্পেকে সমালোচনা করে লেখাটি দেওয়া হয়েছে। পোস্টটিতে লেখা হয়েছে, 'কীভাবে একটি ফুটবল ক্লাব চালাতে হয়, পিএসজি এর উদাহরণ। তারা বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের একত্র করতে পেরেছে। যখনই দল ভালো খেলতে শুরু করে, নির্দিষ্ট একজন ফরাসির অহম পরিবেশ বিষিয়ে তোলে। এমবাপ্পে নিজেকে আলাদা অনুভব করতে থাকে। দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলত এবং সে (এমবাপ্পে) ক্লাব ছাড়ার হুমকি দেয়।' মেসি ও নেইমারের ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে সেই পোস্টে লেখা হয়েছে, 'নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন হারানো এড়াতে এমবাপ্পের ঘনিষ্ঠ নয়, এমন খেলোয়াড় বিক্রি শুরু করে পিএসজি। সে যা কিছু চেয়েছিল, ক্লাব তার সবটা করার পর এমবাপ্পে পিএসজিকে বলে দিল যে মৌসুম শেষে চলে যাবে।'

ফিলিস্তিন ম্যাচের আগে জোড়া চোটে বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ পায়ের আঙ্গুলের চোটে প্রায় দুই মাস মাঠে নেই শেখ মোরছালিন। ওদিকে অ্যাঙ্কেলে চোট পেয়েছেন তারিক কাজী। ২১ মার্চ ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে তাঁদের এই জোড়া চোট ধাক্কা হয়েই এসেছে জাতীয় ফুটবল দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরার জন্য। গত বছর জাতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই আলোচনায় মোরছালিন। ৯ ম্যাচে করেছেন ৪ গোল। কিন্তু এ বছর তাঁর সময়টা ভালো কাটছে না। চোটের কারণে খেলতে পারছে না ঘরোয়া ফুটবল। ২৬ ডিসেম্বর ফেডারেশন কাপে ফর্টিসের বিপক্ষে শেষ দিকে বদলি নেমে ডান পায়ের আঙুলে চোট পান। সেই থেকে আর ম্যাচ খেলা হয়নি। বসুন্ধরা কিংসের জার্সিতে নামা হয়নি এবারের প্রিমিয়ার লিগের প্রথম আট ম্যাচের কোনোটিতেই। এই অবস্থায় ২১ মার্চ ফিলিস্তিনের বিপক্ষে কুয়েতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি মোরছালিনের। সেই আভাস আজ পাওয়া গেল জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কথায়। বাফুফে ভবনের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কোচ বলেছেন, 'এই উইন্ডো সম্ভবত সে মিস করবে। সে আমাদের দলে বিশেষ খেলোয়াড়। দলে তার অন্তর্ভুক্তি একটা দল হিসেবে আমাদের শক্তিশালী করে। তবে সে না খেললে সেটা অন্যদের জন্য সুযোগ হবে।' মোরছালিনকে সৌদি আরবের প্রস্তুতি ক্যাম্পে নেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে কোচ বলেন, 'এটা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে তার দলের সঙ্গে যাওয়া কঠিন।' অনিশ্চয়তা মোরছালিনের কথায়ও, 'আমার চোটের যা অবস্থা তাতে সেরে উঠতে সময় লাগবে। হয়তো মার্চ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত লাগতে পারে। কোচ আমাকে দলে নেবেন কি না জানি না। তবে আমার একটু সময় লাগবে।' জাতীয় দলের ডিফেন্ডার তারিক কাজী অ্যাংকেলে চোট পান গত ৬ ফেব্রুয়ারি ফেডারেশন কাপে শেখ রাসেলের বিপক্ষে ম্যাচে। মাঠ ছাড়তে হয়েছিল স্ট্রেচারে চড়ে। তারিকের চোট নিয়ে কাবরেরা কিছু না বললেও বসুন্ধরা কিংস সূত্রে জানা গেছে, চোট গুরুতরই। মাঠে ফিরতে সময় লাগবে। মোরছালিনের মতো সৌদি আরবের প্রস্তুতি ক্যাম্পে তাই না থাকার শঙ্কা আছে তাঁরও। এই অবস্থায় কোচ আছেন বিকল্প সন্ধানে। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগের প্রথম পর্বের নবম ও শেষ রাউন্ড আগামী শুক্রশনিবার। এই দুই রাউন্ড শেষে সৌদি আরবে অনুশীলন ক্যাম্পের জন্য দল ঘোষণা করবেন কাবরেরা। দলে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় নেওয়ার আভাস দিয়েছেন তিনি, 'অনূর্ধ্ব২৩ ও অনূর্ধ্ব২০ পর্যায়ের কয়েকজন খেলোয়াড়ের উন্নতিতে আমি সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে কয়েকজনের জন্য হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে অনূর্ধ্ব২৩ এর কয়েকজন থাকতে পারে আমার তালিকায়।' সৌদি আরবে ক্যাম্পের জন্য ২৬ থেকে ২৮ জন ফুটবলার নিবেন কোচ। বাংলাদেশ দল সৌদি আরব যাচ্ছে ২ মার্চ। সেখানে অন্তত দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ইচ্ছা কোচের। সৌদি আরবে ক্যাম্প করছে এমন কয়েকটি দলের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। তেমন কোনো দল না পেলে সৌদি আরবের ক্লাব দলের সঙ্গে ম্যাচ হতে পারে।
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ফিলিস্তিনের সঙ্গে বাংলাদেশের অ্যাওয়ে ম্যাচ ২১ মার্চ কুয়েতে। প্রতিপক্ষকে বেশ সমীহই করছেন বাংলাদেশ কোচ। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে ফিলিস্তিনের ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'সফল একটা এশিয়ান কাপ শেষ করেছে ফিলিস্তিন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ড্র করেছে, হংকংয়ের বিপক্ষে জিতেছে। কাতারের বিপক্ষে এক গোলে এগিয়ে গিয়ে হেরেছে। প্রথমবার শেষ ষোলোয় উঠেছে। জানি ওরা কতটা শক্তিশালী। অবশ্য নিজেদের ওপর আস্থা আছে আমাদের। আশা করি তাদের সামনে নিজেদের কঠিন দল হিসেবে তুলে ধরতে পারব।'

'ভুতুড়ে শহর' বলায় ওয়ার্নারের ওপর খেপেছেন নিউজিল্যান্ডের এক মেয়র

নিউজিল্যান্ডঃ নিউজিল্যান্ডে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে গিয়ে মাঠে নামার আগেই ঝড় তুলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। অস্ট্রেলীয়দের জন্য নিউজিল্যান্ড যে ক্রিকেট খেলার জন্য খুব স্বস্তিদায়ক জায়গা নয়, সেটি বোঝাতে গিয়ে সোমবার নিউজিল্যান্ডের সমর্থকদের অভব্য আচরণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই ওপেনার। নিউজিল্যান্ডে খেলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়ামারু নামের একটি শহরকে ভুতুড়ে শহরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ওয়ার্নার। নিজেদের শহর নিয়ে ওয়ার্নারের এমন মন্তব্য খেপেছেন স্থানীয় মেয়র। টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেওয়া অস্ট্রেলিয়া ওপেনারকে 'কড়া' জবাব দিয়েছেন মেয়র গ্যারি কারশার। মেয়র বলেছেন, ওয়ামারুতে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়াতেই ওই শহর নিয়ে বাজে কথা বলেছেন ওয়ার্নার। ২০১০-১১ মৌসুমে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন ওয়ার্নার। সে সময়েই এই বাঁহাতি ওপেনার একটি ম্যাচ খেলেন নর্থ ওটাগোর ছোট একটি শহর ওয়ামারুতে। ২০১০ সালে ডিসেম্বরের সেই ম্যাচে ৬ বলে মাত্র ৪ রান করতে পেরেছিলেন ওয়ার্নার। নিউজিল্যান্ডে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার কথা বলতে গিয়েই ওয়ামারুর প্রসঙ্গ টানেন ওয়ার্নার, 'আক্ষরিক অর্থেই আমার কাছে ভুতুড়ে শহর মনে হয়েছিল জায়গাটিকে। রাস্তায় যখন হাঁটতে বেরোলাম, মনে হলো আজ কি শনিবার বা এমন কিছু। রাস্তাঘাটে একেবারে শূন্য ছিল। আমরা খেলেও ছিলাম একটি ফুটবল মাঠে।'

এমন কথা শুনে উত্তর দিতে দেরি করেননি মেয়র গ্যারি কারশার, 'মিস্টার ওয়ার্নার কেন এমন কথা বলেছেন, সেটি তো বুঝি। এখানে মাত্র ছয় বল খেলে কট বিহাইন্ড হয়েছিলেন। ওয়ামারুর অভিজ্ঞতা তো ভালো নয় তাঁর। যাই হোক, আমরা নর্থ ওটাগোর শান্তসুস্থির জীবন নিয়ে গর্বিত। তাঁর কর্কশ মন্তব্য আমাদের কমিউনিটির ঔজ্জ্বল্য কেড়ে নিতে পারবে না।'

ওয়ার্নারকে ওয়ামারুতে নিমন্ত্রণও দিয়ে রেখেছেন মেয়র, 'ব্ল্যাক ক্যাপসদের (নিউজিল্যান্ড দল) সঙ্গে খেলা শেষে তাঁর যদি সময় হয় এখানে আসার, আমরা তাঁকে ওয়ামারু ঘুরিয়ে দেখাব।'

তবে নর্থ ওটাগো ক্রিকেটের চেয়ারপারসন পিটার ক্যামেরন বলেছেন খুব একটা ভুল বলেননি ওয়ার্নার, 'সে বাজে উদ্দেশ্যে তো কিছু বলেনি। ওই সময়ে নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য ছোট শহরেও এমন পরিবেশ ছিল। আর সেসব শহরে এমনভাবে বানানো হতো, যেন রাগবি ও অ্যাথলেটিকসও আয়োজন করা যায়।' নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ার্নাররা প্রথম টি-টোয়েন্টিটা খেলবে আগামীকাল।

দুই সপ্তাহেও অ্যালেক্সেই নাভালনির মরদেহ পাবে না পরিবার

কোপেনহেগেন (ওয়েবডেস্ক)ঃ রাশিয়ার কারাগারে মারা যাওয়া দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সবচেয়ে কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির মরদেহ দুই সপ্তাহের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে না বলে জানানো হয়েছে তার পরিবারকে।

নাভালনির একজন প্রতিনিধি জানান, তার মাকে জানানো হয়েছে যে রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য মরদেহ দুই সপ্তাহ রাখা হবে।

নাভালনির মরদেহটি কোথায় রাখা হয়েছে সে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেনি রুশ কর্তৃপক্ষ। সেটি জানতে চাওয়ার সকল চেষ্টাই ব্যহত করে দেয়া হচ্ছে।

মরদেহ লুকানোর অভিযোগ করেছেন নাভালনির স্ত্রী।

সোমবার এক ভিডিও বার্তায় নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়া লাভালনায়া অঙ্গীকার করেছেন যে তিনি তার তার স্বামীর 'মুক্ত রাশিয়া'র স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাবেন। এই ভিডিও বার্তায় স্বামীর মৃত্যুর জন্য সরাসরি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দায়ী করেছেন তিনি।

নাভালনির মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নাভালনির মা এবং আইনজীবী সেই প্রত্যন্ত কলোনিতে ছুটে গিয়েছিলেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে নাভালনির শরীর থেকে 'নোভিচক নার্ভ এজেন্ট' এর চিহ্ন গায়েব করার জন্য মরদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

মিজ নাভালনায়া যখন কথা বলছিলেন, তখন দুঃখ ও রাগে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। তিনি দর্শকদেরকে তার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন এবং বলেছেন যারা আমাদের ভবিষ্যতকে হত্যা করার সাহস দেখিয়েছে তাদের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রদর্শন করুন। বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর কারাগার হিসেবে পরিচিত আর্কটিক পেনাল কলোনিগুলোর একটিতে বন্দি থাকা অবস্থায় গত শুক্রবার তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়। কারাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কারাগারে হাঁটাহাঁটি করার সময় হঠাৎই অচেতন হয়ে পড়ে যান তিনি, এরপর আর জ্ঞান ফেরেনি তার। নাভালনির মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে নাভালনির মা এবং আইনজীবী সেই প্রত্যন্ত কলোনিতে ছুটে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কারাগারের মর্গ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ খুঁজে বের করার চেষ্টায় বারবার ব্যহত করেছে। অ্যালেক্সেই নাভালনিকে রাশিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিরোধী নেতা এবং প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সবচেয়ে কট্টর সমালোচক হিসেবে দেখা হতো। সোমবার ক্রেমলিন জানায় যে নাভালনির মৃত্যুর বিষয়ে তদন্ত চলছে এবং এখন পর্যন্ত তদন্ত থেকে কোনও ফলাফল পাওয়া যায়নি।

পরে নাভালনির মুখপাত্র কিরা ইয়ারমিশ বলেন, তদন্তকারীরা নাভালনির মা লিউডমিলা নাভালনায়াকে বলেন যে যেহেতু রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে, তাই তারা আগামী দুই সপ্তাহের মাঝে মরদেহ হস্তান্তর করতে পারবে না।

ভিডিও বার্তায় নাভালনায়া আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে শরীর থেকে নোভিচকের চিহ্ন উধাও হওয়ার জন্যই কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করছে। গত এক দশক ধরে রুশ বিরোধী দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নাভালনি ১৯ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তবে তিনি যেসব অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন, সেগুলোকে অনেকে রাজনৈতিক ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করেন।

পশ্চিমা নেতারাও নাভালনির মৃত্যুর জন্য সরাসরি প্রেসিডেন্ট পুতিনকেই দায়ী করেন।

সোমবার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, বাস্তবতা হলো ঃ পুতিনই দায়ী। হয় তিনি আদেশ দিয়েছেন অথবা, এই মানুষটিকে (নাভালনি) যে পরিস্থিতি তিনি ফেলেছেন, তার জন্য তিনিই দায়ী।

সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল বলেন, পুতিন সরকার নাভালনিকে রাশিয়ার কারাগারে ধীরে ধীরে হত্যা করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই জানিয়েছে, নাভালনির মৃত্যুর পর তারা রাশিয়ার ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বিবেচনা করছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্যামেরনও বলেছেন, তিনি আশা করছেন যে ব্রিটেন এবং জি৭ জোটের বাকি ধনী দেশগুলো এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত রাশিয়ার নাগরিকদের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

তবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, নাভালনির মৃত্যু নিয়ে পশ্চিমা রাজনীতিবিদদের মন্তব্য 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ' ও 'অগ্রহণযোগ্য'।

উল্লেখ্য, রুশ কারা কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছিলো, নাভালনি 'সাডেন ডেথ সিনড্রোমে' মারা গেছেন।

যে দশটি বই জীবনে একবার হলেও পড়া উচিত

কলকাতা ঃ অবসরে বই হতে পারে আপনার শ্রেষ্ঠ সময় কাটানোর উপায়।

জর্জ এলিয়টের সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস 'মিডলমার্চ' বইটি বিবিসির রেডিও ফোরকে এমন দারুণ কিছু মোটা মোটা বই পড়ার কথা ভাবতে বাধ্য করেছে। যে উপন্যাসগুলো বিশাল হয় সেই মোটা বইগুলো সামলানো বা সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে অনেকের অনীহা দেখা যায়। আসলে অনীহার কিছু নেই। বিশেষত ইরিডারের যুগে হাজার হাজার শব্দকে পকেটে নিয়ে চলা কোন সমস্যা নয়। এখানে সাহিত্যের কয়েকটি দুর্দান্ত উপন্যাসের নাম দেয়া হল যা সবার তালিকায় যুক্ত করা উচিত।

১. হারম্যান মেলভিলের 'মোবি ডিক (দ্য হোয়েল)' (৭২০ পৃষ্ঠা)

তালিকাটি শুরু করছি ছোট একটি ৭২০ পৃষ্ঠার বই দিয়ে, এটি আমেরিকান লেখক মেলভিলের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মোবি ডিকের গল্প তার কেন্দ্রীয় চরিত্র আহাবকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। আহাব হলেন, হোয়েলিং শিপ 'পিকোড'এর ক্যাপ্টেন। তিনি একটি বিশালাকার হোয়াইট স্পার্ম তিমির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। কারণ এই তিমি তার হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের অংশ নিয়ে গেছে। এজন্য তিনি পাগলের মতো সাগরে সেই তিমির অনুসন্ধান করে চলেন। গল্পের বর্ণনাকারী হলেন ইসমায়েল নামে এক নাবিক। এবং এই সাহিত্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রথম লাইনটি হল ঃআমাকে ইসমায়েল বলে ডাকুন।

বইটি অদ্ভুত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মজার, গভীর অর্থবহ এবং আমেরিকার অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত।

২. হানিয়া ইয়ানাগিহারার 'আ লিটল লাইফ' (৭৩৬ পৃষ্ঠা)

এই বইটি ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল। উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে চার বন্ধুর জীবনের গল্পকে ঘিরে। কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে তারা অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যায়।

জেবি হলেন শিল্পী, উইলিয়াম একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেতা এবং ম্যালকম একজন স্থপতি। তবে জুড - নিজেকে ক্ষতি করতে চাওয়া একজন আইনজীবী। যার রয়েছে একটি রহস্যময় অতীত বইটি জুডের এই গল্পেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। গল্পটি যতোই এগিয়ে যায়. জুডের দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি ততোই প্রকাশ পেতে থাকে। গল্পটি মারাত্মক কষ্টের এবং মন খারাপ করে দেয়ার মতো। যেখানে কয়েক দশকের ঘটনা বলা হয়েছে এবং বইটির শেষ পৃষ্ঠাগুলো পড়ার সময় আপনার চোখ বেয়ে কান্না আসবেই।

৩. জর্জ এলিয়টের 'মিডলমার্চ' (৮৮০ পৃষ্ঠা)

বইটি এলিয়টের মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত, উপন্যাসটি' মিডলমার্চ' নামে একটি কাল্পনিক শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে।

ভদ্র সম্প্রদায়ের ভূমি মালিক থেকে শুরু করে খামার শ্রমিক বা কারখানার শ্রমিক পর্যন্ত সবার কথাই জায়গা পেয়েছে এই বইটিতে। তবে মূল ফোকাস ছিল দুটি চরিত্রকে ঘিরে, একজন হলেন জেদি এবং দৃঢ়ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ডোরোথিয়া ব্রুক এবং অপরজন আদর্শবাদী টারটিয়াস লিডগেট। তারা দুজনেই বিপর্যস্ত বৈবাহিক জীবনের শিকার ছিলেন।

বইটি ১৯শতকে লেখা হলেও এতে রয়েছে অবিশ্বাস্যরকম আধুনিকতা বোধ। কারণ বইটিতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সীমাবদ্ধতা এবং এই ত্রুটিপূর্ণ দুনিয়ায় একজন নৈতিক ব্যক্তি হয়ে ওঠার পথে নানা সংগ্রামের মতো বড় থিমগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪. চার্লস ডিকেন্সের 'ব্লিক হাউস' (৯২৮ পৃষ্ঠা)

'ব্লিক হাউস' হল ডিকেন্সের দীর্ঘতম উপন্যাস। বইটি জার্নডাইস পরিবারের গল্পকে ঘিরে লেখা হয়েছে।

যাদের আশা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পাওয়া। কিন্তু সেই স্বপ্ন বার বার ব্যর্থতার মুখে পড়ে।

কারণ জার্নডাইস অ্যান্ড জার্নডাইস মামলাটি দীর্ঘকাল ধরে আইনি মারপ্যাঁচের মধ্যে চলছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসছে।

মামলাটি এতোটাই জটিল হয়ে পড়েছে যে এখন বেঁচে থাকা উত্তরাধিকারদের কেউ এই মামলার কিছু বুঝতে পারে না। ডিকেন্স এই বইটিতে 'কোর্ট অব চ্যান্সেরি' নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, এই আদালতে একটি মামলা কয়েক দশক ধরে চলতে পারে। উপন্যাসটিতে রয়েছে অসংখ্য চরিত্র এবং বেশ কয়েকটি পার্শ্ব কাহিনিও রয়েছে।

৫. মিগুয়েল ডি সার্ভান্তেসের 'ডন কিযোটে' (৯৭৬ পৃষ্ঠা)

ডন কিযোটে একজন মধ্যবয়সী স্প্যানিশ ভদ্রলোক, যিনি বীরদের অনেক রোম্যান্স গাঁথা পড়েন। সেই থেকে তিনি তলোয়ার তুলে একজন ভবঘুরে বীর হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের পুরানো ঘোড়া এবং বাস্তববাদী মানসিকতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। ডন কিযোটের বীরত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে উইন্ডমিলের সাথে লড়াই করার চেষ্টা করা, যেগুলোকে তিনি দৈত্য ভেবে ভুল করেছিলেন এমনকি তিনি এক পাল ভেড়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন। এই প্রভাবশালী সাহিত্যকে প্রায়শই প্রথম আধুনিক উপন্যাস হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৬. ডেভিড ফস্টার ওয়ালেসের 'ইনফিনিট জেস্ট' (১০৭৯ পৃষ্ঠা)

ডেভিড ফস্টার ওয়ালেসের এই মহাকাব্যটি অদূর ভবিষ্যতের ডিস্টোপিয়াকে ঘিরে লেখা হয়েছে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো এই তিন দেশ উত্তর আমেরিকান জাতিগত সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়। ডিস্টোপিয়া হল সাহিত্যের একটি শাখা। যেখানে এমন একটি কাল্পনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো নিয়ে কথা বলা হয় যেখানে কেবল দুর্ভোগ আর অবিচারের রাজত্ব। মূল গল্পটি শুরু হয় একটি টেনিস একাডেমি এবং মাদকাসক্ত নিরাময় সংস্থাকে কেন্দ্র করে। মূল প্লট লাইনটি হল ইনফিনিট জেস্ট শিরোনামের একটি চলচ্চিত্র দেখার আকাঙ্ক্ষা। যা দর্শকদের অনুভূতিহীন শিথিল অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। বইটি, এর পরীক্ষামূলক কাঠামোর জন্য বেশ জনপ্রিয় ঃ এখানে ৩৮৮টি এন্ডনোটস রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটির নিজস্ব পাদটীকা রয়েছে।

৭. লিও টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' (১২৯৬ পৃষ্ঠা)

টলস্টয়ের মহাকাব্যটি রাশিয়ার নেপোলিয়ন যুগকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র এবং হোম ফ্রন্টের মধ্যে তিনটি কুখ্যাত চরিত্রকে ঘিরে গল্প এগিয়ে যায়। চরিত্র তিনটি হল ঃ পেরে বেজুখভ, একজন কাউন্টের অবৈধ পুত্র যিনি নিজের উত্তরাধিকারের জন্য লড়াই করছেন প্রিন্স আন্দ্রেই বলকনস্কি, যিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর পরিবারকে ছেড়ে চলে এসেছেন এবং নাতাশা রোস্তভ, একজন অভিজাত ব্যক্তির সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়ে।

টলস্টয় একইসাথে সেনাবাহিনী এবং অভিজাতদের উপর যুদ্ধের প্রভাব কেমন হয়, সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন। (যদি বইটিকে খুব দীর্ঘ বলে মনে হয় তবে আপনি বিবিসি অ্যাডাপটেশনের সাহায্য নিতে পারেন)

৮. স্টিফেন কিং এর 'দ্য স্ট্যান্ড' (১৩৪৪ পৃষ্ঠা)

দ্য স্ট্যান্ড বইটি হল একটি পোস্ট অ্যাপোক্যালিপটিক হররফ্যাঃটাসি ঘরানার বই। যেখানে বায়োলেজিক্যাল ওয়ারফেয়ার বা জৈব যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন অসুখ বিসুখের দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবাণু নিয়ে গবেষণা করার কথা বলা হয়। দুর্ঘটনাক্রমে সেই জীবাণুগুলো একদিন একটি সুরক্ষিত গবেষণাগার থেকে বের হয়ে যায়। এবং এই মহামারীতে বিশ্বের ৯৯ এরও বেশি মানুষ মারা যায়। বইটির দুটি বিকল্প সমাপ্তি রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রথম প্রকাশিত ৮০০-পৃষ্ঠার মূল সংস্করণে সমাপ্তি ছিল এক রকম। সেই সময় প্রকাশকরা এর চাইতে বড় পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ করতে পারতেন না। তবে ১৯৯১ সালের পরে, কিং-এর পূর্ণ, অপরিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়, যা ভক্তদের মধ্যে আরও আশার সঞ্চার করে। একটি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত যে, আপনি যে সংস্করণটি পড়েন না কেন, সেজন্য আপনাকে দীর্ঘ সময় সিটে বসে থাকতে হবে।

৯. বিক্রম শেঠের 'এ সুটেবল বয়' (১৫০৪ পৃষ্ঠা)

শেঠ-এর বিশাল উপন্যাসটি ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে, স্বাধীনতা-উত্তর, ভারতবর্ষ বিভাজনের পরের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা হয়েছে। যেখানে চারটি একান্নবর্তী পরিবারের ১৮ মাসের গল্প তুলে ধরা হয়। গল্পের চরিত্র মিসেস রুপা মেহরার একমাত্র মেয়ে লতার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়ে যায়।

১০. মার্সেল প্রুস্টের 'ইন সার্চ অব লস্ট টাইম' (৩০৩১ পৃষ্ঠা)

হ্যাঁ, আপনি এটি সঠিকভাবে পড়েছেন। প্রাউস্টের মহাকাব্য 'আ লা রিচার্চে দু টেম্পস পারদু' (মূল ফরাসী শিরোনাম) বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। যাকে ১৩টি ভলিউমে ভাগ করা হয়েছে। বইটির মোট শব্দ সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখের মতো। মূলত, এটি এখন পর্যন্ত দীর্ঘতম উপন্যাস হিসাবে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে। এই বইটির সারসংক্ষেপ দেয়ার চেষ্টা করাও হবে ভুল।

টুকরো খবর

মিয়ানমারে থেকে নাফ নদীতে ভেসে এলো বাংলাদেশি নাগরিকের লাশ

ঢাকা ঃ থেমে থেমে গুলি আর মর্টার শেলের বিকট শব্দে এখনো কেঁপে উঠছে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের টেকনাফ অঞ্চল। এদিকে সোমবার উখিয়ার পালংখালী সীমান্তে এক নিখোঁজ বাংলাদেশি জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত পহেলা ফেব্রুয়ারি নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে সীমান্তের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হাতে অপহৃত হয়েছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান নামে ঐ মৎস্যজীবী। নিহত ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জানান, মিয়ানমারের কোনও একটি বাহিনীর হাতেই অপহরণের পর খুন হন মোস্তাফিজুর রহমান। উখিয়া থানার ওসি মো. শামীম হোসেন বলেন, নিখোঁজের ১৮ দিন পর তার মরদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে নাফ নদীতে। লাশের গায়ে আমরা আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। পোস্ট মর্টেমের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এটা নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। মিয়ানমারের অভ্যন্তরে নতুন করে গোলাগুলি না হওয়ায় গত কয়েকদিন ধরে উখিয়ার সীমান্ত এলাকা কিছুটা শান্ত আছে। তবে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার শাহপরীর দ্বীপ সীমান্তের ওপার থেকে আবারো মিয়ানমারের গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বেশ জোরেশোরে। এমন অবস্থায় নৌযান চলাচলের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনায় নাফ নদীতে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন। টেকনাফের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আদনান চৌধুরী বলেন, সীমান্তের ওপারে গোলাগুলির কারণে মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীতে মাছ ধরার ট্রলার ও জনসাধারণের চলাচল বন্ধ রেখেছি। কক্সবাজারের উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নেরে আঞ্জুমানপাড়া সীমান্ত এলাকা থেকে গত পহেলা ফেব্রুয়ারি নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন মোস্তাফিজুর রহমান নামে এক ব্যক্তি। রোববার রাতে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিলের নাফ নদীর বেড়িবাঁধের পাশে নাফ নদীর ছোট খালে একটি মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সে সময় মরদেহটি ছিল একটি কম্বলে পেঁচানো। পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা মোস্তাফিজের মরদেহ সনাক্ত করে লাশটি বাড়িতে নিয়ে যান। মোস্তাফিজ পেশায় ছিলেন জেলে ও দিনমজুর। মোস্তাফিজের ছোট ভাই আমির হোসেন জানান, গত পহেলা ফেব্রুয়ারি সকালে অন্য জেলেদের সঙ্গে নাফ নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন মোস্তাফিজ। সেখান থেকেই মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর লোকেরা আমার ভাইকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গফুর উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, সরকারি বাহিনী হোক কিংবা মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীই হোক তাকে যারা হত্যা করেছে তারা মিয়ানমারের। অসহায় বাংলাদেশি জেলের মৃত্যুর ঘটনায় আমরা বিচারের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তিনি বলেন, আমরা এখন কার বিরুদ্ধে মামলা করবো? যদি তাকে বাংলাদেশের কেউ মারত, তাহলে প্রচলিত আইনে মামলা করা যেত। অন্য একটা দেশের নাগরিকরা হত্যা করলে এ ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে। উখিয়া থানার ওসি মো. শামীম হোসেন বলেন, আমরা খবর পেয়ে থানা থেকে অফিসার পাঠিয়ে সেটার ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেছি। তাকে হয়তো দুই তিন দিন আগে হত্যা করা হয়েছে। আইনি বিষয়গুলো এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশের ওপারে মিয়ানমার সীমান্ত গতকাল রোববার কিছুটা শান্ত ছিল। রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত ছিল বলে বিবিসিকে জানান স্থানীয় বাসিন্দারাও। স্থানীয়রা জানান, সোমবার ভোর পাঁচটা থেকে একের পর এক বিকট আওয়াজ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ এলাকায় থাকেন সাংবাদিক জাকারিয়া আলফাজ। তিনি বলেন, রবিবার দিনভর গোলাগুলি বন্ধ দেখে বাসিন্দাদের মনে একটু স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু সোমবার সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত আবার গুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। মি. আলফাজ বলেন, এরপর সারা দিন থেমে থেমে কিছুক্ষণ পরপর গোলাগুলি হয়েছে। তবে সেটির পরিমাণ ছিলও অনেক কম। টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের ইউপি সদস্য আব্দুস সালাম জানিয়েছেন, রবিবার রাতে কমলেও সোমবার সকালে গোলাগুলির গুলির শব্দ শোনা গেছে। এতে মানুষজনের মধ্যে যে আতঙ্ক ছিল তা কমছেই না। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আদনান চৌধুরী বলেন, এখন গোলাগুলি হচ্ছে সে জন্য মানুষের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক তো আছেই। আমাদের যেহেতু সিকিউরিটি ব্যবস্থা নেওয়া আছে, তারা সীমান্ত এলাকায় পাহারা জোরদার করেছে। তবে, এদিন কিছুটা শান্ত ছিলও উখিয়া অংশের বালুখালী থেকে হোয়াইখ্যং সীমান্ত এলাকা। সেখানকার বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম বলেন, গত কয়েকদিন ধরে বালুখালী থেকে হোয়াইখ্যং সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত রয়েছে। টেকনাফের বিজিবি ব্যাটেলিয়নেরর অধিনায়ক লেফট্যান্যান্ট কর্নেল মো. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, আজকেও সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় গোলাগুলির শব্দ পেয়েছি আমরা। তবে যে জায়গায় গোলাগুলি হয়েছে সেটি সীমান্ত বাংলাদেশের লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে। মাঝখানে নাফ নদী ও লবণ চাষাবাদের জায়গা থাকার কারণে নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা ঝুঁকি আছে বলে আমি মনে করি না, জানাচ্ছেন তিনি। কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফ সীমান্ত এলাকা থেকে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে দুই সপ্তাহ ধরে। কখনো থেমে থেমে, কখনো একটানা চলতে থাকে গোলাগুলি। এমন পরিস্থিতিতে গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এ সপ্তাহ থেকে সীমান্তের ওপারে মিয়ানমারের ভেতরে গোলাগুলি বেড়ে যাওয়ায় শাহপরীর দ্বীপ এলাকার জেটিঘাটে মানুষজনের চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নাফ নদীতে মাছ ধরার ট্রলারসহ সব ধরণের নৌযান চলাচল বন্ধ রেখেছে স্থানীয় প্রশাসন। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আদনান চৌধুরী বলেন, আমরা নাফ নদীতে মাছ ধরার জন্য নৌকা চলাচল সব বন্ধ রেখেছি। দুই দেশের সীমান্তের মাঝে বড় নাফ নদী আছে সে জন্য কৃষিতে খুব বেশি সমস্যা হবে না। তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি আছে, কোস্টগার্ড আছে, পুলিশ আছে। ওনারা সরকারকে যে ধরনের ইনফরমেশন পাঠাচ্ছেন সে অনুযায়ী সরকার আমাদের যে ধরনের নির্দেশনা দিচ্ছে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। মিয়ানমারের অভ্যন্তরের এই সংঘাতের কারণে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল এ মৌসুমে আর চালু না হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের এসব এলাকা। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় গত দুই সপ্তাহ ধরে টেকনাফের শাহ পরীর দ্বীপ ও নাফ নদীতে মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। গত কয়েকদিনে নাফ নদী দিয়ে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে দেখা গেছে রোহিঙ্গাদের। তবে টেকনাফ ব্যাটেলিয়নের বিজিবি কমান্ডার মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রথম থেকেই আমরা যেমন সতর্ক ছিলাম সেরকম সতর্কই আছি। মিয়ানমারের ওপাশে থেমে থেমে গোলাগুলি হচ্ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু আমরা সব সময়ের জন্য সতর্ক আছি। মি. আহমেদ বলেন, রোহিঙ্গারা কখনো কখনো ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা এত চাপ অনুভব করছি না। আমাদের কাছে সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আমরা সেই নির্দেশনা অনুসরণ করছি।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
21:02:2024

বাংলা ভাষায় এত ফারসি শব্দ কীভাবে এলো?

ঢাকা ঃ নানা সময়ে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় যুক্ত হওয়ায় একে যে 'মিশ্র ভাষা' বলা হয়, সে কথা প্যাঠ্যবইয়ের বদৌলতে কমবেশি সবারই জানা। তবে এই বিদেশি শব্দগুলোর মধ্যে যে ভাষার শব্দ অনেক বেশি বাংলায় প্রবেশ করেছে, তা হলো 'ফারসি'। ভাষাবিদদের মতে, দীর্ঘদিন বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে থাকায় এবং একইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যকর্মে ফারসি শব্দ গ্রহণ করায় ভাষাটি থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইতে প্রথমবারের মতো দাবি করেন যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি আছে ফারসি ভাষার শব্দ। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি প্রকাশিত হয়। বইটির 'বৈদেশিক প্রভাব' পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন, সপ্তম অকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় রাজসরকারের ভাষা ফারসী ছিল। এই ফারসী প্রভাব লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত ছিল... এই দীর্ঘ ৬০০ শত বৎসরের মুসলমান প্রাবল্যের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ, দুই হাজারেরও বেশি ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ হয়েছে বলে মত ছিল এই ভাষাবিদের।

বিদেশি নাগরিক অভিযোগে ভারতের জাতীয় পরিচয়পত্র বন্ধ হচ্ছে অনেকের

কলকাতা ঃ বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা নদীয়া জেলার সুপ্রিয়া মণ্ডল, উত্তর ২৪ পরগণার লিপি কর্মকার বা কলকাতা লাগোয়া নিউ টাউন এলাকার পূর্ণিমা মণ্ডল - সবাই গত এক সপ্তাহের মধ্যে একটা সরকারি চিঠি পেয়েছেন, যা তাদের ভাষায় , 'মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়েছে'।

অনেক পরিবারে শুরু হয়েছে কান্নাকাটি। তারা প্রশ্ন করছেন, 'ভারতে থাকার শর্ত পূরণ' করা যায় নি, এর অর্থ কী দেশ থেকে বার করে দেওয়া হবে তাদের?

চিঠিটি এসেছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, এক কথায় 'আধার' কার্ড দেয় যে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ, তাদের কাছ থেকে।

'আধার' ভারতের জাতীয় পরিচয় পত্র, কিন্তু তা নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়।

তবে আধার কার্ডের সঙ্গে ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা যুক্ত আছে। যাদের আধার নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে, তারা প্রশ্ন তুলছেন এখন তাহলে তারা ব্যাংক বা অন্যান্য সরকারি পরিষেবা কী করে পাবেন?

একই বয়ানের চিঠি পেয়েছেন হুগলী, পূর্ব বর্ধমান সহ বিভিন্ন জেলার মানুষ। এদের কেউ কেউ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ঠিকই, তবে তা দীর্ঘদিন আগে। কারও আবার পূর্ব পুরুষরা পূর্ব পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আবার কারও পূর্ব পুরুষরা চিরকালই ভারতেরই নাগরিক।

এরকম কয়েকজনের সাথে কথা বলেছে বিবিসি।

যারা চিঠি পেয়েছেন, তাদের অনেকেই নিজের নাম প্রকাশ করতে চান নি এই কথা বলে, এই চিঠি পাওয়ার পরে এমনিতেই ভয়ে আছি, যদি নাম বেরিয়ে যায়, তাহলে যদি বড় কোনও বিপদ হয়!

কোথাও ২০,৩০,১৫ জনকে চিঠি

গত চার দিন ধরে বিবিসি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেছে যে কত 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করার চিঠি এসেছে।

দেখা যাচ্ছে, কোনও এলাকায় ২০ জন, কোথাও জনা ৩০, কোথাও সাত আটজন আবার কোনও এলাকায় জনা ১৫ 'আধার' নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি পেয়েছেন।

কলকাতা লাগোয়া নিউ টাউন এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত মণ্ডলের স্ত্রী পূর্ণিমা মণ্ডলের কাছে ওই চিঠি আসে গত বুধবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারি।

মি. মণ্ডল বলছিলেন, এই চিঠি পেয়ে তো প্রথমে বুঝতেই পারি নি যে কী ব্যাপার। ডাকঘর থেকে দিয়ে গেল। তারপর এলাকার মান্যিগণ্যিদের দেখালাম। এ তো দেখছি স্ত্রীর 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চিঠি!

তার জানাশোনার মধ্যেই অন্তত সাত আট জন এই চিঠি পেয়েছেন।

কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা জেলা নদীয়ার নাকাশিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুমি বিশ্বাসের জন্ম ভারতেই। ওই জেলারই রাণাঘাটে জন্মিয়েছেন তিনি। তবুও তার কাছেও এসেছে 'আধার' নিষ্ক্রিয়করণের চিঠি।

মিসেস বিশ্বাস বলছিলেন, হঠাৎ করেই এই চিঠি পেলাম এক সপ্তাহ আগে। আমার তো মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়েছে। এখন কী হবে?

আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সব সরকারি পরিষেবা যুক্ত হয়ে আছে। 'আধার' বাতিল মানে তো ব্যাংকের কাজ বা রেশনের চাল কিছুই নিতে পারব না। গরীব মানুষ আমরা, খেটে খাই, জমি জায়গা নেই। রেশনের চালই খাই, সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায়, খাব কী?বলছিলেন মিসেস বিশ্বাস।

বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা, নদীয়া জেলারই কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুশীল বিশ্বাস বলছিলেন যে তার এলাকায় গত এক সপ্তাহে জনা ১৫ মানুষ এই চিঠি পেয়েছেন।

নলিন বিশ্বাস, সুপ্রিয়া মণ্ডল, নয়নতারা মণ্ডলের হাতে যে চিঠি এসেছে, তা তিনি বিবিসিকে পাঠিয়েছেন।

মি. বিশ্বাস বিবিসিকে বলছিলেন, আমাদের এলাকাটির নাম বাবলাবন। গত এক সপ্তাহে এই একটা অঞ্চলেই ১৫ জন আমার কাছে এসেছেন এই চিঠি নিয়ে। ইন্টারনেটে দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই তাদের 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে এলাকায়।''

এদের কেউ কেউ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন ঠিকই, তবে সেটা বছর কুড়ি আগে। এখন তো এরা ভারতের নাগরিক, তাহলে ভারতে বসবাসের শর্ত পূরণ না করতে পারার' কথা বলা হচ্ছে কেন, বলছিলেন মি. বিশ্বাস।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অশোকনগর কল্যানগড় এলাকার বাসিন্দা লিপি কর্মকারের নামেও একই বয়ানের চিঠি এসেছে।

সেখানে যে ফোন নম্বরটি 'আধার' কর্তৃপক্ষ দিয়েছে, সেই ফোনে কল করে দেখা গেল যে সেটি তার পুত্রের ফোন নম্বর।

তিনি নিজের নাম বলতে চাইলেন না, তবে বললেন, তার বাবা শ্যামল কর্মকার দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ, শয্যাশায়ী।

'আধার' নিষ্ক্রিয়করণের চিঠি পেয়ে তারাও অবাক।

বেশি কথা বলতে চাইলেন না লিপি কর্মকারের পুত্র, নিজের নামটাও বললেন না।

তবে এটা বললেন, এরকম একটা সরকারি চিঠি পেয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়েছি আমরা।''

'বিদেশি' সংক্রান্ত আইনে চিঠি

যতজনের কাছে থেকে 'আধার' অকার্যকর করার বা নিষ্ক্রিয় করার চিঠি দেখতে পেয়েছে বিবিসি, সবগুলিতেই লেখা আছে যে 'আধার নথিভুক্তি ও হালনাগাদ' সংক্রান্ত যে বিধি ২০১৬ সালে চালু করেছিল আধার কর্তৃপক্ষ, তার ২৮ (এ) ধারা অনুযায়ী পরিচয়পত্রগুলি নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে।

ইউআইডিএআই, বা 'আধার' কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে ওই বিধির যে প্রতিলিপি আপলোড করা আছে, সেখানে ২৮ (এ) ধারার প্রথমেই লেখা আছে যে ইতিমধ্যেই 'আধার' নম্বর আছে অথবা যিনি নথিভুক্ত করাতে চাইছেন, এমন বিদেশি নাগরিকদের 'আধার' নম্বর নিষ্ক্রিয় করা হতে পারে দুটি কারণে।

প্রথমটি, ভারতে থাকার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, দ্বিতীয়ত পাসপোর্ট আইন অনুযায়ী ভারতে প্রবেশের অথবা বসবাসের শর্ত পূরণ না করতে পারলে 'আধার' নিষ্ক্রিয় করা হতে পারে।

ভারতের প্রবেশ আর বসবাসের মেয়াদের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯২০ সালের পাসপোর্ট আইনে যে সব বিধি এবং নির্দেশিকা নানা সময়ে জারি করেছে, সেগুলোই এক্ষেত্রে মান্য হবে, এমনটাও লেখা আছে 'আধার' কর্তৃপক্ষের তরফে ২০১৬ সালে বিধিতে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস এমন ৫০-৬০ জনের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাদের কাছে 'আধার' নিষ্ক্রিয় হওয়ার চিঠি এসেছে।

মি. বিশ্বাস বিবিসিকে বলছিলেন, এদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারব না, কিন্তু যতটুকু আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে খবর পেয়েছি, এদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে দুই দেশে যাতায়াত করতেন।

হয়তো কারও ছেলে মেয়ে ভারতে থাকে, বাবা মা বাংলাদেশে। সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে এরা হয়তো ভারতে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন নি। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হয়তো তারা ভারতে 'আধার' কার্ডটা করে রেখেছেন। তবে ১০-১৫ বছর ধরে হয়তো ভারতেই থেকে গেছেন। কিন্তু তিনি 'আধার' কার্ড করার পরেও যেহেতু বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে আসা যাওয়া করেছেন, ভিসার মেয়াদ বাড়ান নি, তাই তাদের ব্যাপারটা বিদেশি ধারায় গণ্য করা হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে , বলছিলেন মি. বিশ্বাস।

'ভয় দেখানো হচ্ছে'

সম্প্রতি একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা মন্তব্য করেছেন যে অতি দ্রুত সারা দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন চালু করা হবে।

'আধার' নিষ্ক্রিয় করার যে চিঠি পাঠানো হচ্ছে, তার সঙ্গে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সিএএ চালুর সম্পর্ক না থাকলেও বিদেশী চিহ্নিত করার জন্য যেভাবে আসামে এনআরসি চালু করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি এবং সিএএ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক, বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজ্যসভার সংসদ সদস্য সামিরুল ইসলাম বলছিলেন, এটা একটা চক্রান্ত হচ্ছে। ভোটের আগে ভয় দেখানোর একটা চক্রান্ত। ভয় দেখানো হচ্ছে যে এনআরসি, সিএএ চালু করে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত এটা করা হচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়, তপশীলি জাতিভুক্ত মানুষদের।

যারা ভোট দিচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, তাদের কীভাবে 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যেতে পারে?কীভাবে বলা যেতে পারে যে তারা ভারতে থাকার শর্ত পূরণ করতে পারেন নি?'' প্রশ্ন মি. ইসলামের।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

তিনি জানতে চেয়েছেন যে কেন হঠাৎ করে বহু মানুষের 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হচ্ছে?

মিজ ব্যানার্জী লিখেছেন, আশ্চর্যজনকভাবে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করার আগে কোনওভাবে সতর্ক করা হয় নি, কার্ড ধারকদের নিজেদের বক্তব্য পেশ করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয় নি, যেটা আধার বিধির ২৯(১) ধারা এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে হঠাৎ করে কোনও কারণ না দেখিয়ে এভাবে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার কারণ কী? যোগ্য ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য, না কি লোকসভা ভোটের ঠিক আগে মানুষের মনে একটা ভীতি সঞ্চার করার জন্য এটা করা হচ্ছে? লিখেছেন মমতা ব্যানার্জী।

তিনি এটাও ঘোষণা করেছেন, যাদের 'আধার' কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের অভিযোগ জানানোর জন্য একটি পোর্টাল চালু করবে মঙ্গলবার থেকে।

পূর্ব ভারতে আধার কর্তৃপক্ষের মূল দপ্তর ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে। সেখানে এবং দিল্লির সদর দপ্তরে একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে বিবিসি। কিন্তু কোনওভাবেই ইউআইডিএআইয়ের বক্তব্য পাওয়া যায় নি।

এমনকি, 'আধার' নিষ্ক্রিয় করার কথা জানিয়ে চিঠিগুলিতে যে 'হেল্পলাইন' নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেখানেও কল করা যাচ্ছে না।

মুসলিম লিগের কারণেই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে ঃ বিলাওয়াল

ইস্লামাবাদঃ পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেছেন, পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) উদাসীনতার কারণেই সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি আরও বলেন, সরকার গঠনের এই অচলাবস্থা পাকিস্তানের গণতন্ত্র এবং অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সরকার গঠনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে সেটি অবশ্যই ভালো হতো। পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠছে, বলেন মি. ভুট্টো। তবে সরকার গঠনের জন্য পিপিপি তাড়াহুড়ো করবে না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ (পিএমএল-এন) যদি অবস্থান পরিবর্তন করে, তাহলে অগ্রগতি হতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, এই নির্বাচনে দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে তেহরিক-ই-ইনসাফ আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু দলটি বলছে যে, তারা কারও সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত নয়। এটি এই মুহূর্তে আরেকটি বড় সমস্যা, বলেন পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি।

নির্বাচনের পর ১১দিন পেরিয়ে গেলেও কোন দল পাকিস্তানের পরবর্তী সরকার গঠন করতে যাচ্ছে, সেটি এখনও স্পষ্ট হয়নি।

দেশটির সংবিধানে বলা হয়েছে, ভোটের দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যে নতুন পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন ডাকতে হবে। সে হিসেবে, আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার গঠনের সকল প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কোনও দল এখন পর্যন্ত সরকার গঠনের প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারেনি। যদিও ক্ষমতায় যেতে জোট গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বড় দলগুলো।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সাথে সমঝোতা করে সরকার গঠনের চেষ্টা করে যাচ্ছে নওয়াজ শরিফের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন)।

আটই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে পিএমএল-এন মোট ৭৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। অন্যদিকে, বিলাওয়াল ভুট্টোর দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পেয়েছে ৫৪টি আসন।

জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় এই দুই দল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বলেও কয়েকদিন আগে নেতারা জানিয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াজ শরিফ যেই ফর্মুলায় সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি সেটিতে রাজি হননি।

আমাকে বলা হয়েছিল প্রথম তিন বছর তাদেরকে দিতে এবং পরের দুই বছর আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে। কিন্তু আমি তা মানা করেছি, রোববার পাকিস্তানের থাট্টায় এক র‍্যালিতে ভাষণ দেয়ার সময় বলেন বিলাওয়াল ভুট্টো।

ফলে দল দু'টি শেষ পর্যন্ত জোট গঠন করতে পারবে কি না, সেটি নিয়েই এখন সংশয় তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, পার্লামেন্টে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সাথে জোট গঠন করতে সম্মত হয়েছে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)।

পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। তারা পেয়েছে ৯৩টি আসন।

আর সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল বিজয়ী হয়েছে একটি আসনে। সমঝোতা অনুযায়ী, পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ইতোমধ্যে সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলে যোগ দিতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানে সরকার গঠন করার জন্য একটি দল বা জোটকে পার্লামেন্ট ১৬৯টি আসন পেতে হয়। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩৬৬টি আসনের মধ্যে ২৬৬টি আসনের জনপ্রতিনিধি সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এর বাইরে ৭০টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে, যার মধ্যে ৬০টি আসন নারীদের এবং ১০টি অমুসলিমদের।

বস্তুতঃ জাতীয় পরিষদে কোন দলের আসন সংখ্যা কত, সেটির ওপরে নির্ভর করেই সংরক্ষিত এসব আসনের বণ্টন করা হয়ে থাকে।

তবে পাকিস্তানের নিয়ম অনুযায়ী, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত আসন বণ্টনে ভূমিকা রাখতে পারেন না। সে কারণেই সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলে যোগ দিচ্ছেন পিটিআই সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তেহরিক-ই-ইনসাফের সাথে সমঝোতা হওয়ার পর দেশটির নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছে সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিল। সেখানে সংরক্ষিত আসনের ভাগ চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে যে, এখন পর্যন্ত তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) সমর্থিত ৫০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলে যোগ দিয়েছেন। এ বিষয়ে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি কমিশনকে অবগত করা হয়েছে বলেও চিঠিতে জানানো হয়েছে। সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের প্রধান হামিদ রেজা সাংবাদিকদের বলেছেন যে, সংরক্ষিত আসনের জন্য পর্যায়ক্রমে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনি ফলাফলের গেজেট ধাপে ধাপে প্রকাশ করেছে। আর সেকারণে প্রার্থীদের মধ্যে তিন দিনের একটা ব্যবধান তৈরি হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি। সেগুলো প্রকাশ করার পর অনুপাত অনুযায়ী আরও সংরক্ষিত আসনের জন্য যোগাযোগ করা হবে। নির্বাচনের পর তেহরিক-ই-ইনসাফের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয় নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ভাগ নিশ্চিত করা। ভোটের আগে দেশটির নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচনি প্রতীক ক্রিকেট ব্যাটের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। ফলে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে দলটির প্রার্থীদের। এরপরও তারা সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু দেশটির সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন সকল স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তিন দিনের সময় বেঁধে দেয়। এই সময়ের মধ্যে এসব প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করতে হয় যে তারা কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেবে নাকি স্বতন্ত্র থাকবে। কারণ তারা কোনো দলে যোগ দেওয়ার পরই পার্লামেন্টের সংরক্ষিত আসন ভাগাভাগি হয়। ফলে সংরক্ষিত আসনের ভাগ পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই কোনো দলে যেতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সাথে রাজনৈতিক জোট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় পিটিআই। কিন্তু তারপরও কি পিটিআই সংরক্ষিত আসন নিশ্চিত করতে পারবে? পিটিআই সংরক্ষিত আসনগুলো পেতো যদি সুন্নি কাউন্সিল সংরক্ষিত আসনের জন্য একটা তালিকা নির্বাচনের আগেই দাখিল করতো, বিবিসি উর্দুকে বলেন পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব কানওয়ার দিলশাদ।